কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরী টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ - ৯৮৩৬১৮৪৭১২

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ২৫ শ্রাবণ- ৩১ শ্রাবণ, ১৪২৫ ঃ ১১ আগস্ট - ১৭ আগস্ট, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 42, 11 August - 17 August, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : এটিএম লোপাট কাণ্ডে ধরা পড়ল রোমানিয়ার যুবক।

শুধু কলকাতা নয় মুম্বই থেকেও গ্রেপ্তার হয় আরও এক রোমানিয়ান। জেরা করে জানা গিয়েছে নেপালের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এই চক্রের।

রবিবার : বর্ষা এসেছে। কলকাতায় ফের থাবা বসাতে

শুরু করেছে ডেঙ্গু। বাৎসরিক এই উৎসবে ধীরে ধীরে যোগ দিচ্ছেন কলকাতা ও হাওড়াবাসী। অবশ্য এতে কলকাতা পুরসভার ঘটা করে অভিযোগ করা ছাড়া তেমন কোনও মাথাব্যাথা নেই।

সোমবার : সংবিধানের ৩৫-এ ধারায় কাশ্মীরে বহিরাগতদের স্থায়ী

বসবাস, সম্পত্তি কেনা ও চাকরি পাওয়ার অধিকার নেই। এবার এই ধারার বৈধতা নিয়ে শুনানি চলছে সুপ্রিম কোর্টে। মামলার বিরুদ্ধে হুমকি দিচ্ছে হুরিয়ত। দুদিনের বনধও ডেকেছে তারা।

মঙ্গলবার : কেন্দ্রীয় সরকারকে দুষে আশ্বাস দিয়েছিল রাজ্য সরকার।

এবার তাদের বিরুদ্ধেই তোপ দেগে তিন দিনের ধর্মঘট ডাকল চা শ্রমিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ। রাজ্য সরকার চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি মাত্র ৩ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়ায় ভেস্তে গিয়েছে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক।

বুধবার : কলকাতা কি অস্ত্রের ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে? প্রশ্নটি

ফের তুলে দিল অস্ত্র পাচারের অভিযোগে বেনিয়াপুকুর থেকে ধৃত মহম্মদ খুরশিদ। এর মধ্যে অস্ত্র কারখানার হদিশ মিলেছে শহরতলির আগরপাড়ায়।

বৃহস্পতিবার : বাড়িতে বাড়িতে চিঠিপত্র বিলি করা ডাক হরকরা

বা পিওন এক নস্টালজিক পেশা। সুকান্ত ভট্টাচার্যের রানার কবিতা আজও আমাদের উদাস করে দেয়। ইংরাজিতে এদেরকেই বলা হয় পোস্টম্যান। আধুনিক ভারতে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে পাল্টে হতে পারে পোস্টপার্সন। ভাবনা শুরু করেছে তথ্য প্রযুক্তি স্ট্যান্ডিং কমিটি।

শুক্রবার : পাচার হয়ে গিয়েছিল মেয়েটি। পালিয়ে এসেও রক্ষা নেই।

যে কোনও সময় হামলা করতে পারে পাচারকারীরা। তাই পড়শিরা রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন নারী সম্মান বাঁচাতে। বাদুড়িয়ার এই ঘটনা ঘুম কেড়ে নিয়েছে বাংলাবাসীর।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

পাচারে কড়া কেন্দ্র

ওঙ্কার মিত্র

নারী সম্মান রক্ষা ভারতবর্ষের শাশ্বত সংস্কৃতি হলেও এদেশেই প্রতিদিন বেড়ে চলেছে নারী নির্যাতন। সতীদাহ, নিষিদ্ধ নারী শিক্ষা, বাল্য বিবাহ, বাল্য বিধবাদের যুগ পার করে দিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ সংস্কারকরা। আজ বিদ্যুৎ, বেতার, কম্পিউটর, ইন্টারনেটের যুগে ভারতবাসী আধুনিকতার স্বপ্নে বিভোর। উর্দ্ধগামী শেয়ার বাজার, জিডিপি দেখিয়ে দেশ শাসক রাজনীতিকরা অগ্রগতির দাবি করেন। অথচ এই অগ্রগতির প্রদীপের নিচেই তৈরি হয়েছে গাঢ় অন্ধকার। এখনও চলছে বাল্য বিবাহ, পণপ্রথার বলি হচ্ছেন অগুন্তি গৃহবধূ, প্রতিদিন চলছে তিন তালাকের মতো প্রথা। বর্তমানে রাজ্য সহ দেশের সর্বত্র নারী পাচার, ধর্ষণসহ নৃশংস অত্যাচার বেলাগাম অপরাধের তালিকায় প্রথম স্থান দখল করে নিয়েছে। কড়া হাতে এই অপরাধ মোকাবিলায় এদেশের রাজনীতিকদের দীর্ঘ অপেক্ষা পরিস্থিতিকে ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। এবার হয়তো নারীরা ঘর ছেড়ে নিজেরাই বেরিয়ে সংগঠিত প্রতিরোধে সামিল হবেন।

তথ্য বলছে ২০১৬ সালে প্রায় ২০ হাজার নারী ও শিশু পাচারের কবলে পড়েছে। যা আগের বছরের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি। নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক লোকসভায় জানিয়েছিল ২০১৫ সালে পাচার হওয়া নারী ও শিশুর সংখ্যা ছিল ১৫,৪৪৮ জন। ২০১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯,২২৩। যার মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৯,১০৪ এবং নারীর সংখ্যা ১০,১১৯। সব চেয়ে বড় তথ্য হল এর মধ্যে সিংহ ভাগ সংখ্যা হল পশ্চিমবঙ্গের। অর্থাৎ বাংলাদেশ ও নেপাল সীমান্তের দৌলতে পাচারের পরিসংখ্যানে এই রাজ্য প্রথম স্থানে।

নারীদের ক্ষোভকে হাতিয়ার করে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই মাঠে নেমে পড়েছে কেন্দ্রীয় সরকার তথা শাসকদল। একের পর এক নারী অধিকার রক্ষার প্রস্তাব এনে আদায় করে নিয়েছে ভারতীয় নারীদের অকুণ্ঠ সমর্থন। তিন তালাক প্রথা রদ করার বিল লোকসভায় পাশ হয়ে বিরোধীদের আপত্তিতে আটকে রয়েছে রাজ্যসভায়। এই বিলে জামিনের সুযোগ জুড়ে তা পাশ করানোর চেষ্টা চলছে আসন্ন লোকসভা ভোটের আগেই। একই সঙ্গে পাচার আইনকে কড়া করে 'ট্র্যাফিকিং পার্সনস (প্রিভেনশন, প্রোটেকশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলেটেশন) বিল ২০১৮' ইতিমধ্যে লোকসভায় পাশ করিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এটিও রাজ্যসভায় পেশের অপেক্ষায়। এই বিলে শাস্তির মাত্রা বাড়ানোর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থার সংস্থানও করা হয়েছে। তিন তালাক শাসক দলকে ইতিমধ্যে অকুণ্ঠ সমর্থন এনে দিয়েছে। এবার পাচার বিরোধী বিল পাশ করানোয় ইতিমধ্যেই ভুক্তভোগী বহু মহিলা কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে শুরু করেছেন।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, রাজ্যসভায় নারী অধিকারের বিল পাশ না হলেও বিরোধীদের দুষে তার ফায়দা তুলবে বিজেপি। এরপর নিকাহ হালালা ও মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশ সংক্রান্ত মামলায় নারীদের পক্ষেই মত জানিয়েছে কেন্দ্র। নারী অধিকারের বিলগুলি আগামী নির্বাচনে মোদীর দলকে বড় সাফল্য এনে দেবে বলে মনে করেন রাজনীতিকরা।

রাজনীতির লাভ-ক্ষতির বাইরে সমাজতাত্ত্বিকরা শোনালেন সম্পূর্ণ উল্টো কথা। তাদের দাবি মানুষের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা না বদলাতে পারলে কড়া আইন এনে পাচারের রমরমা দূর করা অসম্ভব। শুধু ভোগবাদী শিক্ষার বাড়বাড়ন্তে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে ভারতীয় শিক্ষা যেখানে নারীকে মাতৃরূপে দেখানো হয়েছে। নারী শক্তিকে বারবার কুর্ণিশ করেছে হিন্দু আধ্যাত্মবাদ যা ছিল ভারতীয় শিক্ষার বীজমন্ত্র। এই মন্ত্র না জাগাতে পারলে ঘোর কলিযুগে ধর্ষণ, যৌন নিগ্রহ, পাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। সমাজতাত্ত্বিকদের দাবি আইনের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার পাঠ চালু করুক সরকার যা স্থায়ী সমাধান আনতে পারবে।

আর্সেনিক জলেই রান্না হচ্ছে মিড ডে মিল

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সমগ্র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়ে আর্সেনিকের দূষণ সাধারণ মানুষের কাছে এক অগ্নিগর্ভ সঙ্কট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মর্মে 'আলিপুর বার্তা' সহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খবরও প্রকাশিত হয়েছে একাধিকবার। পানীয় জলে অতিমাত্রায় আর্সেনিক জেলার বাইশটি ব্লকের মানুষের কাছেই এক জীবন মরণ সমস্যা। আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটির রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস জানান, দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিক মিশ্রিত পানীয় জল খেয়ে এই জেলায় ইতিমধ্যেই মারাও গিয়েছেন প্রায় দুই শতাধিক মানুষ। আনুমানিক প্রায় ৫০ হাজার মানুষ আর্সেনিকে অসুস্থ। অশোকবাবুর অভিযোগ, আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধে বাম-ডান সব সরকারেরই যথার্থ পদক্ষেপে ঘাটতি আছে।

জেলার যে সমস্ত অঞ্চলে আর্সেনিকের মাত্রা প্রবল, সেইসব অঞ্চলের স্কুলের দেওয়ালে সেঁটেও দেওয়া হয়েছে, 'আর্সেনিক জল পানের কুফল' সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত বোর্ড। এহেন নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বিগত প্রায় ৭ মাস ধরে নতুন কলগুলি বিকল হয়ে পড়ে থাকার কারণে ও মেরামতির অভাবে, আর্সেনিকযুক্ত পুরনো কলের জলই পান করছে দেগঙ্গা আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এমনকি ওই জলেই রান্না হচ্ছে মিড ডে মিলও। এমনই অভিযোগ তুলেছেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষুব্ধ অভিভাবকগণ। তাঁদের দাবি, খাবার জল না হয় বাড়ি থেকে পাঠানো যায়, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে মিড ডে মিল রান্না বন্ধ করে দেওয়া হোক। এই দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন শিক্ষক শিক্ষিকারাও। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে দরবারও করেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু টনক নড়েনি প্রশাসনের বলে অভিযোগ।

এপ্রসঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনা জেলাপরিষদের কর্তারা জানান, আর্সেনিক যুক্ত টিউবওয়েলগুলোর বদলে যে গভীর নলকূপগুলি বসানো হয়েছিল সেগুলিও আর্সেনিকে ভরে গিয়েছে। তার বদলে বসানো হয়েছে পানীয় জলের এটিএম। সম্প্রতি এই এটিএম খারাপ হয়ে যাওয়ায় সমস্যা বেড়েছে। এগুলি সারানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেগঙ্গার বিডিও সাহেবও এই একই মত পোষণ করেছেন। জেলাপরিষদের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, জেলায় ৭৯টি আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। এছাড়া নৈহাটি থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গঙ্গার জল আনার কাজ প্রায় শেষের দিকে। এই জল শোধন করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছানো হবে। এর ফলে হাবড়া-২, গাইঘাটা, দেগঙ্গা ব্লক সহ ৭টি ব্লকের মানুষ উপকৃত হবেন।

সরকারি সমীক্ষাই বলছে, এ রাজ্যে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার জলে আর্সেনিকের মাত্রা প্রবল। আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটির দাবি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু'র মতে, প্রতি লিটার জলে ০.০১ মিলি গ্রামের বেশি আর্সেনিক থাকলে তা পান বা রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায় না। এখানে আর্সেনিকের মাত্রা ওই সীমা অতিক্রম করেছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার সব কটি ব্লকই এই পরিস্থিতির আওতায়। এর মধ্যে গাইঘাটা ও দেগঙ্গায় আর্সেনিকের মাত্রা সর্বাধিক। এহেন দেগঙ্গায় সরকারি স্কুলে এই চিত্র ভয়ঙ্কর।

উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ওপেন করিডর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শনিবারের 'আলিপুর বার্তা'য় 'গোয়েন্দা সূত্রের খবর' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কুনাল মালিকের লেখা সেই প্রতিবেদনে এ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গোপনে অবৈধ অস্ত্র তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে, বলে কেন্দ্র ও রাজ্য গোয়েন্দা সূত্রের চাঞ্চল্যকর তথ্যের উল্লেখ করেন। এই প্রকাশের প্রায় দিন চারেক পর গোয়েন্দাদের সেই তথ্যকে বাস্তবায়িত করে আরও দুই অস্ত্র কারখানার হদিশ মিলল। মাত্র সপ্তাহখানেকের ব্যবধানে তিন-তিনটি অস্ত্র কারখানার হদিশ মেলায় রাজ্যের পাশাপাশি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে জনমানসে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ এই তিনটি অবৈধ অস্ত্র কারখানাই উদ্ধার হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা থেকে। একটি গত ৩১ জুলাই জগদ্দল থেকে ও পরের দুটি একই দিনে আগরপাড়া ও কামারহাটি থেকে।

আবার ওদিকে বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণ মামলার মূল অভিযুক্ত ও বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণের মাস্টার মাইন্ড কওসর গ্রেফতার হয় বেঙ্গালুরু থেকে। গোয়েন্দারা জেনেছেন খাগড়াগড়ের যে ডেরায় বিস্ফোরণটি ঘটে সেই ডেরাটি ছিল জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর। পশ্চিমবঙ্গে জেএমবি-র অন্যতম পাণ্ডা ও খাগড়াগড় বিস্ফোরণ মামালার আর এক অভিযুক্ত কদর কাজি এখনও ফেরার বলে গোয়েন্দা বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর।

বিগত প্রায় সাত মাস ধরে আগরপাড়া ও কামারহাটির মতো জনবহুল এলাকায় এই অবৈধ দুটি অস্ত্র কারখানা চলছিল রমরমিয়ে এ খবর কেন পুলিশের কাছে ছিল না, তা নিয়ে রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গোয়েন্দারা।

এরপর পাঁচের পাতায়

জেহাদি জাল কতদূর জানতে মরিয়া কেন্দ্রীয় এজেন্সি

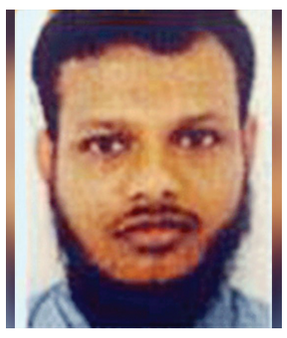

কুনাল মালিক : ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণে ২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। তারপর এনআইএ তদন্তে নামলে জানা যায় এ রাজ্যে বাংলাদেশি জেহাদি জঙ্গি সংগঠন জেএমবির মূল মাথা ছিল কওসর ওরফে বোমা মিজান। ওই বিস্ফোরণ কাণ্ডের পরই উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত দিয়ে সে বাংলাদেশ পালিয়ে যায়। তারপর থেকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও রাজ্যের পুলিশ কওসরকে ধরতে নানা ফাঁদ পাতে। কিন্তু সে ছদ্মবেশে দেশের নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে জেহাদি প্রশিক্ষণ শিবির ও বিস্ফোরক তৈরির কারখানা খুলে চলেছিল। গত ১৯ জানুয়ারি বুদ্ধগয়ায় যে বিস্ফোরণ হয়, তারও মাথা ছিল এই কওসের। গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ বেশ কয়েকজন নব্য জেএমবি জঙ্গিকে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করে। তাদের জেরা করে পুলিশ কওসরের হদিশ পায়। সম্প্রতি ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বেঙ্গালুরুর রামনগর থেকে কওসেরকে গ্রেফতার করেছে। তার কাছে কয়েকটি ল্যাপটপ সহ অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, এবার কওসেরকে জেরা করে এ রাজ্যের জেহাদি চক্রের জাল সন্ধান করা সহজ হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

অখণ্ড ভারতের প্রথম রাজনৈতিক দলের শীর্ষে ফের বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮৬৭ সালে কয়েকজন বাঙালির হাত ধরে তৈরি হল হিন্দু মেলা। তারপর মিত্র মেলা ও অভিনব ভারত নামে চলতে থাকে ব্রিটিশ শাসনকে প্রতিরোধ করার কাজকর্ম। এরপরে ১৮৮২ সালে এইগুলি একত্র হয়ে হিন্দু মহাসভাতে পরিণত হয়। এদের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনকে

নিশ্চিহ্ন করা। ১৯১৫ সালের ১ বৈশাখ হরিদ্বারে মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর প্রস্তাবে পরাধীন ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক দল হিসাবে ইতিহাস স্বীকৃত এই সংগঠনের নামকরণ হয় অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা। এরপর বিভিন্ন বাঙালি এবং অন্যান্য হিন্দু সন্তদের হাত ধরে এগিয়ে চলে হিন্দু মহাসভা। এই হিন্দু মহাসভারই জাপান শাখার সভাপতি বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে গঠিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। যা পরবর্তীকালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাত ধরে হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ। চলে ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে রণাঙ্গণে যুদ্ধ। এরপর কিছু ক্ষমতালোভী এবং ব্রিটিশের চক্রান্তে দেশ ভাগ হয়। সেই সময় হিন্দু মহাসভার সর্বময় কর্তা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আন্দোলনে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ। সেই ঐতিহাসিক অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার গেরুয়া পতাকা এবার উড়ল মহিলা বাঙালি নেত্রী রাজ্যশ্রী চৌধুরীর হাতে। নির্বাচিত সর্বভারতীয় সভাপতি হিসাবে রাজ্যশ্রীদেবী গড়লেন এক ইতিহাস। হিন্দু মহাসভা পেল প্রথম মহিলা সভাপতি। ১০ আগস্ট দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সনাতন ধর্মের বিভিন্ন সাধু সন্ত সমেত নেতা নেত্রীরা। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সমাজের গুণীজনেরা। সর্বভারতীয় সম্পাদক মেজর রমেশ উপাধ্যায় সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন নব নির্বাচিত সভাপতির সঙ্গে। তিনি বলেন, যে বাঙালি পরিবারে জন্ম রাজ্যশ্রীদেবীর সেই পরিবারের সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর যোগ রয়েছে। সুভাষচন্দ্র বসু রাজ্যশ্রী দেবীর দাদুকে মুখে ভাত দিয়েছিলেন তাঁর অন্নপ্রাশনে। ছোট থেকেই রাজ্যশ্রীদেবী সাংস্কৃতিক মঞ্চে সাবলীল। এছাড়াও দীর্ঘ ২০ বছর ধরে তিনি সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত। এমনকি অনেক ছোট বয়স থেকেই তিনি এক সমাজসেবী সংগঠন গড়ে তুলেছেন যা যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে। নানা সময়ে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছেন মানুষের জন্য। বিশেষ করে কৃষকদের জন্য তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা থেকে।

এরপর ছয়ের পাতায়

বিয়ে ভেঙে রূপশ্রী ফেরত দিয়ে নজির গড়ল সন্ধ্যা

মেহেবুব গাজী

আবারও প্রমাণ হলো প্রতিকূল পরিবেশেও নারী অসুরদলনী দুর্গার মতোই রুখে দাঁড়াতে পারে। আর তা প্রমাণ করলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথর প্রতিমা ব্লকের ব্রজবল্লভপুর গ্রামের সন্ধ্যা মণ্ডল নামের এক মেয়ে। বিয়ের কথা চলছিল সাগরের বাসিন্দা অতনু দাসের সঙ্গে। বিয়ের ছিল দিন কয়েকের সময়। কিন্তু বিয়ের আগেই সন্ধ্যা জানতে পারল ছেলে মাতাল। বিয়ে করলে হয়তো সুখের ঘর বাঁধতে পারবে না। অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে জীবন চলে যাবে। এসব কিছু ভেবেই নিজের বিয়ে নিজেই ভেঙে দিল সন্ধ্যা। আর এই বিয়ের জন্যে সে সরকারের কাছে থেকে রূপশ্রীর টাকাও পেয়েছিল। কিন্তু সে যেহেতু বিয়ে করবে না তাই টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আরো একধাপ নজির গড়ে সুন্দরবনবাসীর মন জয় করল।

দঃ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক দরিদ্র পরিবারের পবন ও মিঠু মণ্ডলের একমাত্র মেয়ে সন্ধ্যা মণ্ডল। পরিবারের রোজগেরে পবন মন্ডল সাইকেলে করে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে মাছ বিক্রি করে। শত দারিদ্রতার মধ্যে স্থানীয় ব্রজবল্লভপুর ব্রজমোহন তেওয়াড়ি (উচ্চমাধ্যমিক) হাই স্কুল এ দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত সন্ধ্যা। বাড়ির কাজ করা ছাড়া পড়াশুনা ভালোই চলছিল। তার মধ্যে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যা জানতে পারলো তার বিয়ে ঠিক করেছে তার বাবা। বিয়ে না করে পড়াশুনা করতে চায় জানালো সন্ধ্যা। বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। তার পর থেকেই বই খাতা গুছিয়ে পড়ার পাঠ চুকিয়ে দিল সন্ধ্যা। বাড়িতে বিয়ের সানাই বাজতে হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি,নুতন স্বপ্নে বিভোর সন্ধ্যা প্রহর গুনতে থাকে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার। তার মধ্যে সন্ধ্যা একদিন জানতে পারলো যার সঙ্গে তার বিয়ে সেই ছেলে মাতাল,ব্যাস মাথায়

যেন তার আকাশ ভেঙে পড়ল। সে বাবা কে জানিয়ে দিল মাতাল ছেলেকে বিয়ে করবে না। বাবা সন্ধ্যাকে বোঝালো ছেলেরা একটু আধটু মদ খায়। এই বিয়ে তাকে করতে হবে। যদিও শেষপর্যন্ত মেয়ের জেদের কাছে হার মানলো তার বাবা, বিয়ে ভেঙে গেল। আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করলো সন্ধ্যা, এদিকে তার রূপশ্রীর টাকার জন্য যে আবেদন করা ছিল সে টাকাও ব্যাঙ্কে এসে গেল। এখানে সন্ধ্যা জেদ ধরে বসলো এই ২৫ হাজার টাকা সে সরকারকে ফেরত দেবে। পাথরপ্রতিমা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে হাজির হয়ে সন্ধ্যা ও তার বাবা, মা, টাকাও ফেরৎ দিলো। এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় বিখ্যাত হয়ে উঠলো সন্ধ্যা।

স্কুলের এক শিক্ষক কৃত্তিবাস জানা জানান, সন্ধ্যা আমাদের সুন্দরবনের সব নারী জাতিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে। শিক্ষা যে আমাদের চেতনা আনে সেটা আমাদের সবার চোখের ঠুলি খুলে দিয়ে সন্ধ্যা আজ সবার হৃদয়ের সন্ধ্যা আরতি করে দিল। এদিন বিধায়ক সমীর জানা নিজে ওই স্কুল ছাত্রী সন্ধ্যার সাথে দেখা করেন এবং তার যে দারিদ্রতার জন্যে বাবা বিয়ে দিয়ে দিচ্ছল সেই পড়াশুনার ভার নিজে নিলেন। সঙ্গে এও জানালেন যে রূপশ্রীর টাকা ফেরত দিয়ে সন্ধ্যা শুধু নিজেকে নয়, আপামর সমস্ত নারী জাতিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। পাথরপ্রতিমার বিডিও শীতাংশু শেখর শীট জানায়, ওই ছাত্রীর খবর আমি পেয়েছি। সে তার রূপশ্রী থেকে পাওয়া টাকা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। আমার কাছে এরকম ঘটনা নজীরবিহীন। এরকম সুন্দরবনের একটা প্রত্যন্ত দ্বীপের মানুষ যেখানে বাঘ আর কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকে, চলে প্রতিনিয়ত নদীর ঢেউ গ্রাসে তছনছ বাঁধ ভেঙে যায় স্বপ্নের বাড়ি। আর সেখানেই এরকম ঘটনা। আমি নিজে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে এ বিষয়টি আলোকপাত করব। যতই বাধা আসুক, লক্ষ্য স্থির থাকলে কার্যে যে সফল হওয়া যায় সন্ধ্যা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। কুর্ণিশ জানালো সুন্দরবনের মাটি।

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 42, 11 August - 17 August, 2018

রঙচঙে রেকর্ডে টঙে বাজার, তাও চিন্তায় মশগুল লগ্নিকারীরা

পার্থসারথি গুহ

রেকর্ডের আর শেষ নেই অর্থবাজারে। একদিকে মোদী বিরোধী অভিযান যত তীব্র করছে বিরোধীরা ততই যেন নবোদ্যমে নতুন উচ্চতা খুঁজে নিচ্ছে সূচক জোর। নয়া সপ্তাহেরও শুরুতেও এই ট্র্যাডিশন অব্যাহত থাকল। নিফটি ও সেনসেক্স খুঁজে নিল নতুন উচ্চতা, বলাবাহুল্য, যেভাবে এগোচ্ছে নিফটি তাতে ১২ হাজার যেন সময়ের অপেক্ষা হয়ে উঠেছে। এই উত্থানের বাজারে যে প্রশ্নটা লগ্নিকারীদের কুরে কুরে খাচ্ছে তা হল কতটা ওপরে গিয়ে থামবে এই দৌড়। যাকে একদল ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করছেন ট্র্যাপ হিসেবে। অন্য একদল মনে করছেন গত জানুয়ারির পর ৩ মাসে ব্যাপক কারেকশন করেছে সূচক। ১০ শতাংশের সেই কারেকশন পর্বের শেষে স্বাভাবিক নিয়মেই বাজারের ওপরে চলা শুরু হয়েছে। সেটা কতদূর ডানা মেলবে সেটাও বড় প্রশ্ন। কারণ, সামনের লোকসভা নির্বাচন নিয়ে জোর অস্থিরতা রয়েছে। যা মোটেই স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না বিনিয়োগকারীদের। তার ওপর বিদেশিদের কেনার ক্ষেত্রে অনীহা এখনও জারি রয়েছে। যা কিছু বাজারের উত্থান তাতে বড় হাত রয়েছে মিউচুয়াল ফান্ড–এর। এখানেও একটা প্রশ্ন আছে? দেশি ফান্ড কাহাতক তাঁদের কেনা অব্যাহত রাখবে। তারপর নিশ্চিতভাবে চলে আসবে বিক্রিবাট্টার প্রশ্ন। সেক্ষেত্রে কতটা ধরে রাখা যাবে বৃদ্ধির চাকা সেটা নিয়েও সান্দিহান অনেকেই। তাই বাজার এতটা ওপরে থাকলেও অনেক বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ট্রেডার একটু একটু করে হাত খালি করছেন। যাতে পড়ে আতান্তরে না পড়তে হয়। অর্থবাজার যেমন অনেকের কাছে লোকসানের জন্য বীভীষিকাময়, তেমনও বহু মানুষের কাছে বিশাল লাভের আড়ত। ঝুঁকি আছে বলেই তো শেয়ার বাজার। না হলে তো ব্যাঙ্ক বা তথাকথিত

অর্থনীতি

এফটি ইত্যাদি প্রকল্প রয়েছে। ভালো বাজার না থাকলে সরাসরি যারা লাভ ওঠাতে চান তাদের পক্ষে তা সম্ভব না। বরং পরোক্ষে শেয়ার বাজারে থেকে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করা অনেকটাই ভালো। এই দিকটায় মূলত নজর দিয়ে থাকেন সকল শেয়ার বাজার গ্রহীতাই।। কারণ ঝুঁকিপূর্ণ বাজারে যাবতীয় ঝক্কি এড়িয়েও এভাবেই লাভের গুড় তুলে নেওয়া সম্ভব।

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের পর সেখান থেকে লাভের টাকা তুলে নেওয়া খুব মুশকিল। আবার যখন যথার্থ বুল মার্কেট চলে তখন অভিজ্ঞতার নিরিখে দেখা গিয়েছে অনেক আনাড়ি মানুষও এই বাজার থেকে অনেক অর্থ উপার্জন করে থাকেন। আসলে সব কিছুর নেপথ্যে খানিকটা ভাগ্যের কারসাজি থাকলেও পড়াশুনার গুরুত্ব এই বাজারে অপরিসীম। এমনিতে ভালো বাজারে আনতাবড়ি তথাকথিত 'তাড়ু' লগ্নিকারীও অনেক টাকা কামিয়ে নিতে পারেন শেয়ার বাজার থেকে। প্রশ্নটা তা নিয়ে আদৌ নয়। কথাটা হল পড়াশুনা করা থাকলে, ফান্ডামেন্টাল এবং টেকনিক্যালস জানা থাকলে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও না বাজে বাজারেও অর্থ রোজগার সম্ভব। খারাপ সময় বাজারের ক্ষেত্রে চলতেই পারে। তথাপি দেখা যায় কিছু শেয়ার খারাপ বাজারেও যথেষ্ট ভালোভাবে নড়াচড়া করছে। আসলে এইসব

সেক্টর এখন বুলিশ বা ভালো অবস্থায় রয়েছে। তাই নিফটি যতই ১১ হাজারের ঘর দেখিয়েও ৯ হাজারি হয়ে ওঠে তাতেও হেলদোল হয় না এই সব ক্ষেত্রের শেয়ারের বৃদ্ধিতে। ওষুধ এবং গাড়ি সংক্রান্ত শেয়ারগুলি এই খারাপ বাজারের প্রেক্ষিতেও যথেষ্ট মজবুত জায়গায় অবস্থান করছে। এটা তো নিঃসন্দেহে ভালো ঘটনা।

অনেকের একটা বদ্ধ ধারণা থাকে যে বাজার যখন পড়বে তখন সব শেয়ারই নিচে আসবে। আর বাজার বাড়লে সব শেয়ারের দাম বাড়বে। এটা মোটেই যুক্তিপূর্ণ কথা নয়। সেইজন্যই দেখা যায় বাজারের হাজারো ওঠানামাতেও প্রভাব পড়ে না উল্লেখযোগ্য সেক্টর বা তৎসংলগ্ন শেয়ারের দামে। এটাই চলিত নিয়ম। তাই বাজারের বাড়া–কমার সঙ্গে এইসব শেয়ারের উত্থান–পতন কোনওভাবেই জড়িত নয়। শুধুমাত্র নিফটির অন্তর্ভুক্ত যেসব শেয়ার তাদের দামের ওঠাপড়া অনেকটাই বাজার নির্ভর। নিফটির শেয়ার বলতে তো সাকুল্যে হাতে–গোনা কয়েকটি। বাকি হাজার হাজার শেয়ার নিফটির বা বাজারের মর্জির ওপর মোটেই নির্ভর করে না। এখানে একটা কথা অবশ্য প্রযোজ্য। সেটি হল বিশেষ কোনও বড় ইভেন্ট বা ঘটনা প্রায় সব শেয়ারকেই ছুঁয়ে যায়। সেক্ষেত্রে খারাপ খবর বা বাজে কিছু উপাদান না থাকা সত্ত্বেও সেইসব শেয়ারের দামে হেরফের ঘটে যায়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১১ আগস্ট – ১৭ আগস্ট, ২০১৮

মেষ : ভাগ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ করবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। নতুন কর্মলাভের যোগ লক্ষিত হয়।

বৃষ : বর্তমান সময়টিতে আপনি বন্ধুদের দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য। ভ্রমণ যোগ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। মানসিক অশান্তি যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হবে।

মিথুন : ব্যবসা–বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে, নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। বন্ধ বান্ধব থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে স্নেহ–প্রীতির যোগলক্ষিত হয়।

কর্কট : নিজের চেষ্টায় আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। উপযাচক হয়ে কারও দায়িত্ব নিতে যাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতার যোগ রয়েছে।

সিংহ : শরীর নিয়ে বিব্রত বোধ করবেন। মনের সুন্দর চিন্তাধারাগুলি বাস্তবে পরিণত করতে সমর্থ হবেন। মায়ের স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করা দরকার।

কন্যা : মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফল লাভের যোগ রয়েছে। পতি পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটবে।

তুলা : কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। মানসিক চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। সাবধানে চলবেন।

বৃশ্চিক : ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভফলদায়ক। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সাফল্যের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হবে।

ধনু : শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে ভালফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভফলের যোগ রয়েছে। গোপন শত্রুতার দ্বারা ক্ষতি। বন্ধুদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

মকর : সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্যবসায় উন্নতির যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবেন না। ভাই বোনেরা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করার চেষ্টা করবে।

কুম্ভ : নিজের চেষ্টায় শিক্ষায় উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে পূর্বের তুলনায় ফল ভাল হবে। কথা ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলা দরকার। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, ভ্রমণে বাধা। কারোর দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

মীন : খাওয়া–দাওয়া খুব সতর্কে করতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন, বাধা–বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। বেকারত্বের অবসান হবে, নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন। বাতের আধিক্য।

রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় স্পোর্টস কোটায় ডাকবিভাগে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্পোর্টস কোটায় ৫০ জন পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবে ভারতীয় ডাকবিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ পোস্টাল সার্কেলের বিভিন্ন ডিভিশন ও ইউনিটে নিয়োগ হবে। যে–কোনও শাখায় অন্তত উচ্চমাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করা যাবে। সাধারণত এই পদের জন্য টাইপিং জানতে হয়। মহিলা খেলোয়াড়রাও আবেদনের যোগ্য।

নিয়োগ হবে খেলাধুলার এইসব বিভাগ থেকে : ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, কবাডি, বাস্কেটবল, টেবিল টেনিস, দেহসৌষ্টব–ভারোত্তলন (৬০ কেজির নীচে)।

বয়স : ৪–৯–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সে দক্ষ খেলোয়াড় ও তফসিলিরা ৫ এবং ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। শূন্যপদ রয়েছে এইসব ডিভিশন ও জেলা ইউনিটে : সার্কেল অফিস, সেভিংস ব্যাঙ্ক কন্ট্রোল অফিস, কলকাতা জিপিও, মধ্য কলকাতা, উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, নর্থ প্রেসিডেন্সি, বারাসাত, নদিয়া (উত্তর), নদিয়া (দক্ষিণ), সাউথ প্রেসিডেন্সি, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, আসানসোল, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি (উত্তর), হুগলি (দক্ষিণ), ডিরেক্টরেট অব পোস্টাল লাইফ ইনশিওরেন্স (ডি পি এল আই), দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কলকাতা রেলওয়ে মেন সার্ভিস (কলকাতা আর এম এস), কলকাতা এয়ারপোর্ট এস টি জি, আর এম এস–এইচ, আর এম এস–এস বি, আর এম এস–ডব্লু বি।

কোন ডিভিশন ও ইউনিটে খেলাধূলার কোন কোন বিভাগ থেকে কত সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড় নেওয়া হবে তার তালিকা পাবেন এই দুই ওয়েবসাইটে : www.westbengalpost.gov.in, www.indiapost.gov.in ওয়েবসাইটের রিক্রুটমেন্ট লিঙ্কে ক্লিক করলে এই নিয়োগের নোটিস নম্বর : Rectt/R–8/Direct Quota (Sports)/2013, 2014 and 2015–16 পাবেন।

দরখাস্ত করার জন্য আবেদনের ফর্ম সহ প্রপেক্টাস কিনতে হবে ১০০ টাকার বিনিময়ে। প্রসপেক্টাসে খেলাধূলার যোগ্যতা, দরখাস্তের পদ্ধতি–সংক্রান্ত বিশদ তথ্য পাবেন। ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রসপেক্টাস কিনতে পাওয়া যাবে নির্দিষ্ট বিভিন্ন পোস্ট অফিসে। নির্দিষ্ট পোস্ট অফিসগুলির তালিকা পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

দরখাস্তের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্রের প্রত্যয়িত নকল এবং প্রসপেক্টাস কেনার সময়ে পাওয়া মূল রিপিপ্টটি পাঠাতে হবে।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর ইংরেজি বড় হরফে লিখবেন : APPLICATION FOR RECRUITMENT TO THE POST OF POSTAL ASSISTANT/SORTING ASSISTANT UNDER SPORTS QUOTA. সেই সঙ্গে যে ডিভিশন বা ইউনিটের শূন্যপদে আবেদন করবেন তার নাম লিখবেন। ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শুধুমাত্র স্পিড পোস্ট মারফত দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Chief Postmaster General, West Bengal Circle. Yogayog Bhawan, Kolkata–700 012

রেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট, টেকনিশিয়ানের শূন্যপদ বেড়ে ৬০০০০

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেলে চাকরি প্রার্থীদের জন্য সুখবর। অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট ও টেকনিশিয়ানের শূন্যপদ দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ল। রেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট এবং টেকনিশিয়ানের সম্মিলিত শূন্যপদ বেড়ে ৬০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, সেন্ট্রালাইজড এমপ্লয়মেন্ট নোটিস নম্বর ০১/২০১৮ অনুসারে ঘোষিত শূন্যপদ ছিল ২৬,৫০২ টি। তবে এটি ছিল তাৎক্ষণিক শূন্যপদের হিসেব। শূন্যপদ যে বাড়তে পারে, সে আভাস দেওয়া হয়েছিল ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট ও টেকনিশিয়ানের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৯ আগস্ট। 'কর্মক্ষেত্র'র ২৭ জুলাই সংখ্যায় পরীক্ষার তারিখ জানানো হয়েছিল। কললেটার ডাউনলোড করা যাচ্ছে। যে আর আর বি–র শূন্যপদে আবেদন করেছেন তার ওয়েবসাইটে গিয়ে ইউজার আইডি (রেজিস্ট্রেশন নম্বর) ও ইউজার পাসওয়ার্ড টাইপ করে লগ ইন করে ই–কললেটার ডাউনলোড করবেন।

পশ্চিমবঙ্গের কলেজে কয়েকশো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকারের সহায়তাপ্রাপ্ত ডিগ্রি কলেজগুলিতে ইংরেজি, বাংলা, আইন, অর্থনীতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর ১/২০১৮। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগ করা হবে এইসব বিষয়ে : অ্যানথ্রপলজি, আরবি, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, বাংলা, বায়োকেমিস্ট্রি, বটানি, কেমিস্ট্রি, কমার্স, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, কম্পিউটার সায়েন্স, ডিফেন্স স্টাডিজ, ইকনমিক্স, এডুকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স/ইলেক্ট্রনিক সায়েন্স, ইংলিশ, এনভারনমেন্টাল সায়েন্স, ইংলিশ, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ফাইন (ভিশ্যুয়াল আর্টস), ফিল্ম স্টাডিজ, ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন, জিওগ্রাফি, জিওলজি, হিন্দি, হিস্ট্রি, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, হিউম্যান রাইটস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিশ অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন, ল, ম্যাথমেটিক্স, মাইক্রোবায়োলজি, মলিকিউলার বায়োলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি, মিউজিক/ডান্স, নেপালি, পার্সি, ফিলজফি, ফিজিক্যাল এডুকেশন, ফিজিক্স, প্লান্ট প্রোটেকশন, পলিটিক্যাল সায়েন্স, গাইকোলজি, সংস্কৃত, সাঁওতালি, সোশিওলজি, স্ট্যাটিস্টিক্স, তিব্বতি, উর্দু, উওমেন্স স্টাডিজ, জুলজি এবং ফিজিওলজি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। এর পাশাপাশি প্রার্থীকে নেট বা সেট বা স্লেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে।

মিউজিক ও ডান্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর–সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীকে নেট বা সেট বা স্লেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। পেশাদার শিল্পীরাও আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে দক্ষ ও খ্যাতনামা গুরুর কাছে শিক্ষা, রেডিও বা টেলিভিশনের উচ্চ গ্রেড–প্রাপ্ত কিনা ইত্যাদি বিষয়ে বিচার করা হবে।

ভিশ্যুয়াল (ফাইন) আর্টসের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর–সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীকে নেট বা সেট বা স্লেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। পেশাদার শিল্পীরাও আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে দেশি বা বিদেশি কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ভিশ্যুয়াল (ফাইন) আর্টসে ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা–সহ ৫ বছর নিয়মিত প্রদর্শনী বা কর্মশালা আয়োজনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ফিজিক্যাল এডুকেশনের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীকে নেট বা সেট বা স্লেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে।

সবক্ষেত্রেই তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রির নম্বরে ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইউজিসি স্বীকৃত পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা এবং যাঁরা ১১–৭–২০০৯ তারিখের আগে পিএইচডি করার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন, তাঁদের ইউজিসি রেগুলেশনস, ২০০৯ অনুসারে নেট বা সেট বা স্লেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলেও চলবে। যে পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা ১৯–৯–১৯৯১ তারিখের আগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছেন, তাঁরাও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির নম্বরে ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ৩৭ বছরের মধ্যে। ডব্লুবিসিএসসি অ্যাক্ট, ২০১২ অনুসারে আংশিক সময় এবং কনট্র্যাকচুয়াল পূর্ণ সময়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ৪৭ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা বয়েসে ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ১৫,৬০০–৩৯,১০০ টাকা। সঙ্গে অ্যাকাডেমিক গ্রেড পে ৬,০০০ টাকা।

প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

কাজের খবর

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbcsconline.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ৫–৩০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে করা সই (জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ৫–৩০ কেবি সাইজের মদ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করার সময় রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাস ওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবে। পরে কাজে লাগবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১,৫০০ টাকা (তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৭৫০ টাকা)। অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। এছাড়া ই–চালানের মাধ্যমে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে–কোনও শাখায় ফি জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক চার্জ ও জিএসটি বাবদ অতিরিক্ত ৪৮ টাকা দিতে হবে। চালান ডাউনলোড করার দু'টি কাজের দিনের পর ফি জমা দেওয়া যাবে।

অনলাইনে দরখাস্ত সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি ইন্টারভিউয়ের সময় সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : http://www.wbcsc.org.in/wbcsc

সেক্রেটারিয়াল প্র্যাক্টিসের কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্নাতক এবং স্নাতক কোর্সে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের সেক্রেটারিয়াল প্র্যাক্টিস কোর্সে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ দেবে আই আই আই এম। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কোর্সটি পরিচালিত হবে। কোর্স শেষে সার্টিফিকেট দেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির কমার্স ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং এই কোর্সের কো–অর্ডিনেটর ডঃ রঞ্জনকুমার গুপ্ত জানান, আধুনিক অফিস সামলানোর জন্য প্রশিক্ষিত লোকের প্রয়োজন রয়েছে। সেক্রেটারিয়াল প্র্যাক্টিসের এই কোর্সটি সম্পূর্ণতই একটি কর্মসহায়ক পেশাদারি কোর্স।

আই আই আই এমের তরফে জানানো হয়েছে, মোট চারটি বিভাগে প্রশিক্ষণ হবে। বিভাগগুলি হল : শর্টহ্যান্ড, সেক্রেটারিয়াল সার্ভিসেস, বিজনেস ইংলিশ ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন।

ডঃ গুপ্ত জানান, ভারত সরকারের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজির (এন আই ই এল আই টি) কম্পিউটার কনসেপ্টস কোর্সটির (সি সি সি) সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ফলে আগ্রহীরা কোর্স শেষে এন আই এল আই টি–র সি সি সি–র অনলাইন পরীক্ষায় বসতে পারেন। আলাদা করে সি সি সি–র এই অনলাইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সরাসরি ভারত সরকারের সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। এই সার্টিফিকেট দেশজুড়েই মান্যতা পায়।

৬ মাসের সেক্রেটারিয়াল কোর্সটি মোট ২৪০ ঘন্টার কোর্স। সপ্তাহে ৫ দিন ২ ঘন্টা করে ক্লাস। ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে যে কেউই কোর্সটি করতে পারেন।

ফি : ৪ হাজার টাকা। ২ হাজার টাকা করে মোট দুটি কিস্তিতে ফি পরিশোধ করা যাবে। আগ্রহীরা ভর্তির জন্য এখনই যোগাযোগ করতে পারেন আই আই এমের এই ঠিকানায় : ৩৩, সামসুল হুদা রোড (কোয়েস্ট মলের পিছনে), কলকাতা–১৭। ফোন : ৯৪৭৭৫ ৬৭৯৫৪, ৮২৭৪৯ ২৯৯৫৭।

শব্দবার্তা ৯১

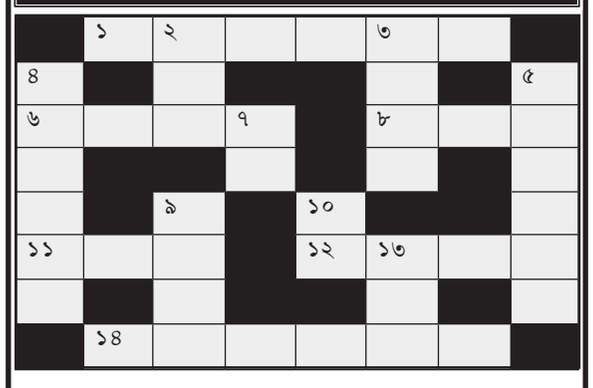

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সায়গল ও লীলা দেশাইয়ের চলচ্চিত্র ৬। দেহরক্ষী ৭। (ব্যাঙ্গ) অনাবশ্যক ভূমিকা ১১। প্রমুখাৎ, মুখে ১২। হাতিদের প্রধান ১৪। কাজ সম্মূর্ণ করা।

উপর–নীচ

২। লাগাম ৩। কৌতুকজনক অঙ্গভঙ্গি ৪। '–আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি' ৫। প্রচলিত ধারার অনুযায়ী ৭। ভয়, শঙ্কা ৯ যা ঘটবেই, অবশ্যম্ভাবী ১০। ক্রোধ ১৩। মেঘ।

সমাধান : শব্দবার্তা ৯০

পাশাপাশি : ১। ঘোপঘাপ ৩। তিমির ৫। জলকপাট ৬। রাসন ৮। রামদা ১০। বনমাতৃকা ১২। বন্ধক ১৩। লক্ষাধিক।

উপর–নীচ : ১। ঘোরাফেরা ২। পঙ্কজ ৩। তিলকপরা ৪। রকেট ৭। নদীমাতৃক ৯। দানবিক ১০। বল্লব ১১। কাজল।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

আটকে রেখে পাচারের ছক

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক নাবালিকাকে কাজের লোভ দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসে আটকে রেখে পাচার করার অভিযোগ উঠলো অচেনা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার জনকল্যাণ মোড় এলাকায়। বাড়িতে আটকে রেখে মারধরের পাশাপাশি তাকে ধর্ষণের চেষ্টাও করে অভিযুক্ত। শনিবার রাতে কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচে ওই নাবালিকা। অবশেষে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

নদিয়া জেলার চাপলা থানার পারুইগাছি গ্রামের বাসিন্দা বছর সতেরোর ওই কিশোরীর উপর তার সৎ মা সব সময় অত্যাচার করে মারধর ও শারীরিক নির্যাতন করতো। দিন কয়েক আগে মারধোর করে দীপা হালদার নামে ওই কিশোরীকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় বলে অভিযোগ। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে শিয়ালদহ স্টেশনে চলে আসে। সেখানে এক ব্যক্তির সাথে পরিচয় হলে তাকে সে সব খুলে বলে। ওই কিশোরীকে কাজের ব্যবস্থা করে দেবে বলে তাকে এই ক্যানিং থানার তালদি এলাকায় একটি বাড়িতে নিয়ে আসে ওই সন্দেহভাজন ব্যক্তি। এখানে এনে গত পাঁচদিন যাব আটকে রেখে তাকে বাইরে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ। কয়েকদিন এখানে থাকার পর ওই কিশোরী বাড়ি ফিরতে চাইলে তাকে শনিবার বেধড়ক মারধর করে ও ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। কোনওরকমে শনিবার রাত নটা নাগাদ সেখান থেকে পালিয়ে জনকল্যাণ মোড়ে এসে ওই কিশোরী স্থানীয় মানুষদের কাছে সাহায্য চাইলে তখনই স্থানীয় লোকজন ক্যানিং থানায় খবর দেন। খবর পেয়েই ক্যানিং থানার পুলিশ তাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন চিকিৎসার জন্য। অভিযুক্ত ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশি করছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

ওঝার কেরামতিতে প্রৌঢ়র মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাঠে ঘাস কাটতে গিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। অন্যান্য দিনের মতো শনিবার সকালে মাঠে ঘাস কাটতে গিয়ে সাপের কামড় খায় উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সন্দেশখালি থানার সরবেড়িয়ার পাথরঘাটা গ্রামের বাসিন্দা বাক্কার মোল্লার (৫৮)। কিন্তু সাপে কামড়ানোর পর সরাসরি হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে বাড়ির লোকজন তাকে নিয়ে যান গুণিনের কাছে। সেখানে দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করে ও বাক্কার মোল্লা নামে ওই সাপে কামড়ানো ব্যক্তি সুস্থ না হওয়ায় তাকে স্থানীয় সরবেড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের লোকজন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা হলেও পর্যাপ্ত পরিমানে এভিএস না থাকায় তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। এই ঘটনায় আরও একবার কুসংস্কারের ফলে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো। রবিবার সকালে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠায়।

গাজীবাবার মেলায় গ্রেফতার ৫২ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঘুঁটিয়ারি শরিফে ঐতিহাসিক গাজী সাহেবের মেলা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৭ ই শ্রাবণ শুক্রবার। মেলার নিরাপত্তা হিসাবে পুলিশের তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০০ পুলিশ কর্মী মেলার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। ঐতিহাসিক গাজী সাহেবের মেলা প্রাঙ্গনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয়। মেলা অনুষ্ঠিত হয় শান্তিপূর্ণ ভাবে। ব্যাপক নজরদারীতে মেলা চত্বর থেকে ছিনতাই সহ অন্যান্য অসামাজিক কাজকর্মের জন্য ৫২জন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক দেবী দয়াল কুন্ডু। তিনি আরো বলেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, রেলপুলিশ ও বিশিষ্ট সমাজসেবীদের একান্ত সহযোগিতায় গাজীসাহেবের মেলা শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হয়েছে।

পাচারকারীর খপ্পর থেকে ৩ ছাত্রছাত্রীকে উদ্ধার হকারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্যান্য দিনের মতো সোমবার সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় খাবার খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে হাওড়ার বানত্রা এম এস পি সি হাইস্কুলের ষষ্ঠ ও সপ্তমশ্রেণীর দুই ছাত্র মহম্মদ আসিফ আলি ও মহম্মদ কাইফ আলি এবং হাওড়া যোগেশ চন্দ্র গার্লস হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী সানিয়া পারভিন কে জনাতিনেক যুবক জোর করে একটি ট্রাকে তুলে নিয়ে যায় পাচার করার জন্য। সেখান থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে এসে ওই ৩ ছাত্রছাত্রীকে পাচারকারী তিন যুবক বলে কাউকে কিছু বললে জানে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে করে ওই ৩ ছাত্র ছাত্রীকে নিয়ে ঘুঁটিয়ারি শরিফ স্টেশনে নামে পাচারকারীরা। পাচারকারীরা ওই ৩ ছাত্র ছাত্রীকে স্টেশনে বসিয়ে রেখে খেতে গেলে ছাত্রছাত্রীরা কান্নাকাটি শুরু করে। স্কুলের পোশাক পরা ছাত্র ছাত্রীদের কাঁদতে দেখে তাদের কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন ঘুঁটিয়ারি শরিফ স্টেশনের রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের সফিউদ্দিন সরদার, আব্দুল ফরেজ সরদার, সুভাষ বোস, সইফুদ্দিন সরদার, রমজান মোল্লা, বিমল সরদাররা।

স্টেশন চত্বের লোকের সমাগম দেখে বেগতিক বুঝে পাচারকারীরা গা ঢাকা দেয়। এরপর রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের সফিউদ্দিন সরদার ওই ছাত্র ছাত্রীদের কাছে সমস্ত ঘটনার কথা শুনে স্কুলে এবং ওদের পরিবারের লোকজনের সাথে যোগাযোগ করেন। ওই ছাত্রছাত্রীর পরিবারের লোকজন ঘুঁটিয়ারি শরিফে আসলে স্টেশনের রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের সদস্যরা ওই ছাত্রছাত্রীদের কে তাদের বাবা–মায়ের হাতে তুলেন দেন। হাওড়া জেলার ৮৫, গঙ্গারাম বালরাগী লেনের বাসিন্দা মহম্মদ আসিফ এর বাবা আশরাফ আলি বলেন, ছেলেকে যে এই ভাবে ফিরে পাবো ভাবতে পারিনি, অন্য দিকে মহম্মদ কাইফের বাবা কওসের আলি বলেন ঘুঁটিয়ারি শরিফের রেলওয়ে হকাররা পাচারকারীর হাত থেকে যেভাবে আমাদের ছেলে মেয়েদের কে উদ্ধার করে আমাদের হাতে তুলে দিলেন সত্যি ওনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। হকার্স ইউনিয়নের সফিউদ্দিন সরদার বলেন ওই তিন ছাত্র ছাত্রীকে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা খুশি। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় পাচারকারীরা যে খুবই সক্রিয় তা এদিনের ঘটনার জলন্ত উদাহরণ।

কাটা গ্যাসের ব্যবসা ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরে বেআইনি কাটা গ্যাসের রমরমা ব্যবসা অনেক দিন থেকেই শুরু হয়েছে। যেমন পাঁচপোতা, মালঞ্চ, কামালগাজী গড়িয়া এলাকায় বহু কাটা গ্যাসের ব্যবসা চলছে। অটোতে গ্যাস ভর্তি করতে রীতিমতো লাইন পরে। স্থানীয় মানুষেরা হৈচৈ করলে তখন সব ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসন নড়ে চড়ে বসে। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ এই সব অবৈধ ব্যবসা সোনারপুর থানার তাদের মদতে চলছে। বিশেষ করে সোনারপুর থানার ডাক মাস্টার মুরশেদ সোনারপুর থানা এলাকায় যত রকমের অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে তোলা তুলছে। এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রাতভর সোনারপুর থানা তল্লাশি করে চারজনকে গ্রেফতার করেছে এই সঙ্গে একশোর বেশি সিলিন্ডার উদ্ধার করে। এই বেআইনির গ্যাসের কারবারীদের খোঁজ খবর চলছে। এদের একটা র‍্যাকেট আছে বলে অনুমান করছে সোনারপুর থানার পুলিশ। এই চারজনকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

হাসপাতালে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের কাজ দেখে ক্ষুব্ধ জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব। বছর খানেক আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সফরে এসে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রকল্প উদ্বোধনের পর গত মার্চ মাসে সেই প্রকল্পের টেন্ডার ও সম্পন্ন হয়। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের সোশ্যাল সেক্টরের তত্ত্বাবধানে কাজও শুরু হয়। কিন্তু ছ' মাস কেটে গেলেও এই প্রকল্পের কাজের সেভাবে কোন অগ্রগতি না হওয়ায় বেজায় চটেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও। শনিবার দুপুরে এই প্রকল্পের কাজ সরজমিনে দেখতে এসেছিলেন তিনি। জেলাশাসকের সাথে ছিলেন ক্যানিং এর মহকুমা শাসক অদিতি চৌধুরী, বিডিও ক্যানিং নিলাদ্রী শেখর দে সহ স্থানীয় আধিকারিকরা।

শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব প্রকল্প সরজমিনে খতিয়ে দেখতে স্বপারিষদ নিজেই হাজির হন জেলাশাসক। কিন্তু প্রকল্প স্থলে তিনি গিয়ে দেখেন কাজ বন্ধ। কি কারণে কাজ বন্ধ সে বিষয়ে পি ডাবলু ডি সোশ্যাল সেক্টর ইঞ্জিনিয়ার সেভাবে কোনও সদুত্তর না দিতে পারায় বেজায় চটে যান জেলাশাসক। যেখানে এই প্রকল্প আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা সেখানে পাঁচ মাস কেটে গেলেও মাত্র ৭ শতাংশ কাজ হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই স্বল্প সময়ে সাড়ে একুশ কোটি টাকার এই বিশাল প্রকল্প কিভাবে সম্পন্ন হবে সেই প্রশ্ন করেন জেলাশাসক। এ বিষয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের সামাজিক ক্ষেত্রের ওই বাস্তুকারকে বকাবকিও করেন তিনি। কাজের দ্রুত অগ্রগতি না হলে তাকে সাসপেনশনের চিঠিও ধরানো হবে বলে জানিয়ে দেন জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও। দক্ষিণ ২৪ পরগনা তথা সুন্দরবনের সাধারণ মানুষকে আরও ভালো চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য গত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এই সুন্দরবন এলাকার সাধারণ মানুষকে আরও ভালো চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব প্রকল্পের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

২২৪ বেড সম্পন্ন এই প্রকল্প চালু হলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গর্ভবতী মা ও সদ্যজাত শিশুরা আরও ভালো আধুনিক পরিষেবা পাবেন। এ বিষয়ে স্থানীয় ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বারে বারে দরবার করে এই প্রকল্প আমরা পেয়েছি। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এটির কাজ শেষ করার কথা পিডাবলুডি'র। যাতে দ্রুত এই কাজের অগ্রগতি হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের সাথে কথা বলবো।

হাতে কলমে

নিজস্ব প্রতিনিধি: চাষবাসে নতুন দিশা দেখাতে ৪ আগস্ট সিউড়ি হাটজনবাজারের সরকারি কৃষি খামারে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে ধান রোয়ার নতুন পদ্ধতির সূচনা করলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দোপাধ্যায়।

– নিজস্ব চিত্র

বিপদের সঙ্গে এখনও পিছিয়ে নিরাপত্তা

পারের বালাই/৮

আকাশে মিশকালো মেঘ, নিচে নদী–খাঁড়িতে ঘোলা জলের তীব্র স্রোতের ধারা। যে কোনও সময়ে ধেয়ে আসতে পারে ঝড়–বাদলের প্রলয়। এরই মধ্যে নদী বেষ্টিত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বড়–মেজ–ছোট জেটি দিয়ে নিত্যদিন এ দ্বীপ থেকে ও দ্বীপ পেরিয়ে যান সুন্দরবনের আট থেকে আশি। ডিঙি, শালতি, কাঠের নৌকো, ভুটভুটি, ছোট লঞ্চে ভেসে যেতে যেতে নদীর উদাস বাতাসে মিশে যায় সলিল সমাধির হাড় হিম করা ভয়। পড়লে জলে কুমির, আর জঙ্গলের পাড়ে উঠলে স্বয়ং দক্ষিণ রায়। বর্ষা আসছে। কেমন আছে জেলার জেটিগুলি। ঘুরে দেখলেন আমাদের প্রতিনিধি বিস্ময় কর।

এবারে আরও ১১টি জেটি ঘাটের বিবরণ দিয়ে গোসাবা ব্লকের জল পরিক্রমা শেষ করব। এর মধ্যে আমতলি ও বালি–২ পঞ্চায়েতের তিনটি করে প্রথম ৬টি। বিপ্রদাসপুর এবং সিএম খালির ২টি করে পরের চারটি। শেষ ১১ নম্বরটি বালি–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের।

দক্ষিণ আমতলি খেয়া ঘাট

পরিকাঠামো : ১টি কাঠের নৌকায় কংক্রিটের জেটি দিয়ে প্রতিদিন গড়ে পার হন হাজার দুয়েক গোসাবা বাসী। তবে এই ঘাটটি অন্যদের থেকে যথেষ্ট ভালো। সোলার লাইট ছাড়া সবই রয়েছে এখানে যাত্রী শেডের পাশাপাশি শৌচালয়, টিউবওয়েল, ড্রপ গেট, সাইনবোর্ড এবং বিদ্যুৎ আর দশটা ঘাটের থেকে আলাদা করেছে এটিকে।

আমতলি বাজার ফেরি ঘাট

পরিকাঠামো : প্রতিদিন হাজার চারেক মানুষ পারাপার করেন এই জেটি দিয়ে। কংক্রিটের বাঁধানো জেটিতে চলে ২টি কাঠের নৌকো। রয়েছে যাত্রী শেড, শৌচাগার, টিউবওয়েল ও সাইনবোর্ড। নেই ড্রপ গেট। অন্ধকার এখনও পিছু ছাড়েনি এই ঘাটের। বিদ্যুৎ ও সোলার লাইট কিছুই নেই এখানে।

পুঁইজালি খেয়া ঘাট

পরিকাঠামো : এই ঘাট দিয়ে রোজ যাতায়াত করেন হাজার খানেক সুন্দরবনবাসী। জেটি সিমেন্টের বাঁধানো। দেখা মেলে একটি যাত্রী শেডেরও। কিন্তু একটা পুরনো টিউবওয়েল ও সাইনবোর্ড ছাড়া সবকিছুতেই নেই–এর ছোঁয়া। শৌচালয়, ড্রপ গেট, বিদ্যুৎ বা সোলার লাইট, হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হয়নি।

বিরজানগর জানকী খেয়া ঘাট

পরিকাঠামো : ছোট ঘাট। একটি কাঠের নৌকা। শ'পাঁচেক লোকের চলাচল। পরিষেবাও অতিশয় ছোটখাট। রয়েছে যাত্রী শেড ও একটি সোলার লাইট। ব্যস, এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে এই ঘাটকে। ভাগ্যে জোটে নি শৌচালয় ও পানীয় জল। শিকে ছেঁড়েনি ড্রপ গেট, সাইন বোর্ড ও বিদ্যুতের।

বিরজানগর খেয়া ঘাট

পরিকাঠামো : বালি–২ পঞ্চায়েতের অপেক্ষাকৃত বড় ঘাট। দিন প্রতি যাত্রী সংখ্যা হাজার পাঁচেক। কংক্রিটের জেটি। চলে ২ কাঠের ভুটভুটি। পানীয় জলের ব্যবস্থা ছাড়া সবই রয়েছে এখানে। শৌচালয়, ড্রপ গেট, সাইনবোর্ড, বিদ্যুৎ, সোলার লাইটের পাশাপাশি আছে যাত্রী শেড। একটি সিসিটিভির দেখা মেলে এখানে।

বিদ্যামন্দির স্কুল জেটি ঘাট

পরিকাঠামো : এটি অবস্থা জানকী ঘাটের মতো। ২টি কাঠের নৌকায় শ' পাচেক লোকের পারাপার। বাঁধানো জেটি। আছে যাত্রী শেড। বিদ্যুৎ ও সোলার লাইট দুটিই এখানে। তবে অন্য কিছু চাইলে লজ্জা পেতে হবে। শৌচালয় ও টিউওয়েল তো নেই–ই।। কপালে জোটে নি ড্রপ গেট ও সাইনবোর্ড।

মন্মথনগর জেটি ঘাট

পরিকাঠামো : দিনে পাঁচ হাজার মানুষ চলাচল করেন এই ঘাট দিয়ে। বাঁধানো কংক্রিটের জেটিতে চলে ২ কাঠের ভুটভুটি। যাত্রী শেড একটা রয়েছে বটে তবে নেই প্রধান দুটি পরিষেবা। শৌচালয় ও পানীয় জল। নেই ড্রপ গেটও। লাগানো রয়েছে সাইড়বোর্ড। বিদ্যুৎ থাকলেও নেই সোলার লাইট।

মন্মথনগর স্কুল ফেরি ঘাট

পরিকাঠামো : এই ঘাটটি অপেক্ষাকৃত ভাবে ছোট। প্রতিদিন যাতায়াত হাজার দুয়েক মানুষের। বাঁধানো ঘাটে চলে ১টি কাঠের নৌকা। নেই যাত্রী শেডের ব্যবস্থা। একটি টিউবওয়েল থাকলেও শৌচালয়ের অভাবে হয়রান হন যাত্রীরা। ড্রপ গেটও নেই এখানে সাইনবোর্ড, বিদ্যুৎ ও সোলার লাইটের দেখা মেলে এই ঘাটে।

সিএমখালি বাজার জেটি ঘাট

পরিকাঠামো : হাজার তিনেক যাত্রী প্রতিদিন পারাপার করেন এই ঘাট দিয়ে। কংক্রিটের জেটিতে চলে ২টি কাঠের ভুটভুটি। পরিকাঠামোর দিক দিয়ে এ ঘাট মন্দের ভালো। যাত্রী শেডের সঙ্গে শৌচালয়, টিউবওয়েল ও ড্রপ গেট রয়েছে এখানে। রয়েছে বিদ্যুৎ ও সোলার লাইট। তবে কোনও সাইন বোর্ডের দেখা পাওয়া গেল না এই ঘাটে।

হেঁতালবাড়ি ফেরি ঘাট

পরিকাঠামো : এই ঘাট দিয়ে রোজ যাতায়াত করেন হাজার খানেক মানুষ। বাঁধানো ঘাট। কাঠের নৌকার সংখ্যা ১টি। শৌচালয়, টিউবওয়েল ও ড্রপ গেট থাকলেও কপালে জোটে আলোর ভাগ্য। বিদ্যুৎ ও সোলার লাইট, দুটি থেকেই বঞ্চিত সিএম খালি পঞ্চায়েতের এই ঘাট। উপরের বাজার ঘাটের মতো এখানেও নেই সাইনবোর্ড।

সত্যনারায়ণপুর জেটি ঘাট

পরিকাঠামো : বালি–১ পঞ্চায়েতের এই ঘাট দিয়েই শেষ করব গোসাবা ব্লক পরিক্রমা। এই ঘাটে ১টি কাঠের নৌকায় দিন প্রতি যাত্রী সংখ্যা হাজার খানেক। তবে যাত্রী কোড বা পানীয় জল, দুই পরিষবা থেকে বঞ্চিত এই ঘাট। শৌচালয় থাকলেও নেই ড্রপ গেট, সাইনবোর্ড ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা। একটি সোলার লাইটের দেখা মেলে এখানে।

নিরাপত্তা : দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত সুন্দরবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই গোসাবা ব্লক। পর্যটকের আনাগোনা ও এই ব্লক এগিয়ে রয়েছে অনেকটাই। এখানে রয়েছে ঘন বনাঞ্চল ও বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত। প্রত্যন্ত এই দ্বীপে মানুষ তার জয় পতাকা তুলে ধরেছে জল ও জঙ্গলের সঙ্গে নিত্য লড়াই করে। দক্ষিণ রায় আর বনবিবির কৃপায় শিক্ষাতেও অগ্রগণ্য গোসাবাবাসী। এই ব্লকের জীবনযাত্রায় জল, নৌকা আর জেটি ঘাটের অপরিসীম। স্কুল–কলেজ, হাসপাতাল, দোকান–বাজার সব কিছুর জন্যই নিত্য যাতায়াত জলে। স্বভাবতই এখানকার মানুষ প্রাচুর্য চায় না চায় একটু নিরাপত্তা। সরকার পরিবর্তনের পর ঘাটগুলির চেহারা আগের চেয়ে কিছুটা বদলালেও নিরাপত্তা কিন্তু এখনও সুনিশ্চিত হয়নি। সব ঘাটে সিসি ক্যামেরা এখনও অপ্রতুল। নৌকাগুলোয় দু চারটি লাইফ বয়া ঝোলানো থাকলেও তা শুধু দেখবার বস্তু। না আছে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক না আছে মাঝিদের প্রশিক্ষণ। বিপদ সংকেত বা জরুরি ঘোষণার জন্য কোনও মাইকের ব্যবস্থাও নেই কোনও ঘাটে।

চাইল্ড হোম না থাকায় চরম বিপাকে পুলিশ, চাইল্ড লাইন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও নতুন কোনও চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটি (সিডব্লুসি) তৈরি না হওয়ায় মহাবিপাকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, চাইল্ড লাইন সহ পুলিশ প্রশাসন। ফলে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় কোনও চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটি না থাকায়। কারণ, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী উদ্ধার হওয়া শিশুকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটবর্তী কোনও চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটির নিকট সশরীরে হাজির করতে হয়। এমন ক্ষেত্রে নিয়মের বেড়াজাল গলে নতুন কোনও শিশু বিক্রির পাচার চক্র গজিয়ে উঠবে কি না সেই প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। আগে জেলা প্রশাসনই চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটি তৈরি করত। গত বছর সেই ক্ষমতা জেলাপ্রশাসনের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দেওয়া হয় স্টেট চাইল্ড প্রোটেকশান কমিটিকে। এরপরই নানান ধরণের গড়িমসি তৈরি হয়।

উদ্ধার হওয়া শিশুকে কোন হোমে রাখা হবে সে বিষয়টি ঠিক করে চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটি। আবার যে হোমে শিশুটি রাখা হবে সেই হোমে শিশুর সঠিক দেখভাল হচ্ছে কি না সে বিষয়েও নজরদারি করেন চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটি। ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমায় দিগম্বরপুর অঙ্গীকার, সোনারপুরের সংলাপ ও নবদিগন্ত সহ বেশ কয়েকটি হোম রয়েছে। প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৪০/৪৫ জন শিশু উদ্ধার করে চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটির কাছে হাজির করানো হয়। এই উদ্ধার হওয়া শিশুর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা, বাসন্তী, জীবনতলা, ক্যানিং এলাকার। উল্লেখ্য, সেই চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় না থাকার কারণে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া শিশুদের অনেক সময় কলকাতা, উত্তর বারাসত কিংবা মুর্শিদাবাদ জেলার চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটি তে হাজির করানো হয়। সেই ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা এলাকায় যেসব শিশুরা উদ্ধার হয় অনেক সময় দূরত্বের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ে আবার পালিয়েও যায়।

অন্যদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় কোন চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটি না থাকার কারণে ভিন জেলায় প্রতিদিন উদ্ধারকৃত শিশুদের হাজির করানো হয় না, সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য জেলার চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটিতে সপ্তাহে এক কিংবা দুইদিন সময় পাওয়া যায়। আবার উদ্ধার হওয়া শিশুদের কে রাখার জন্য ক্যানিং মহকুমায় কোনও হোম না থাকায় চরম অস্বস্তি কিংবা ব্যাপক সংকটের মধ্যে প।তে হয় চাইল্ড লাইন, পুলিশ প্রশাসন সহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলোকে। এই অস্বস্তির জন্য গত প্রায় মাস দুয়েক আগে ক্যানিং মহকুমায় একটি চাইল্ড হোম করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে দাবি তোলেন ক্যানিং চাইল্ড লাইনের সদস্য বান্টি মুখার্জী। সেই দাবি বিভিন্ন মহলে হাস্যরসে পরিণত হয়।

উল্লেখ্য, গত ৩০ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত মানব পাচার বিরোধী এক অনুষ্ঠানে সামিল হন ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার ব্রুশ ব্রুকনেল এবং পশ্চিমবঙ্গ নারী ও শিশু কল্যাণ বিভাগের চেয়ার পার্সন অনন্যা চক্রবর্তী। সেই অনুষ্ঠানে জোরালো দাবি তুলে এলাকার প্রতিবাদী যুবক দীনবন্ধু ঘরামী বলেন, কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষজনই ক্যানিংয়ে কোনও উন্নয়ন চায় না। তারাই প্রতি ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। ক্যানিংয়ে চাইল্ড হোম তৈরি হলে প্রত্যন্ত সুন্দরবনে গোসাবা, বাসন্তী, জীবনতলার মানুষজনই উপকৃত হবেন, তাদেরকে দীর্ঘ ৮/৯ঘন্টায় প্রায় ২০০ কিমি পথ অতিক্রম কাকদ্বীপ কিংবা কলকাতার কোনও হোমে যেতে হবে না। সেই অনুষ্ঠামঞ্চে জনসাধারণ সহ বিশিষ্ট সমাজসেবীরা ক্যানিংয়ে একটি চাইল্ড হোম তৈরি করার জন্য জোরালো দাবি তোলেন। পশ্চিমবঙ্গ নারী ও শিশু কল্যাণ বিভাগের চেয়ার পার্সন অনন্যা চক্রবর্তী বলেন, ক্যানিং মহকুমায় একটি চাইল্ড হোমের প্রয়োজন আছে। এবিষয়ে শীঘ্রই আলোচনা করবো। তিনি আরো জানান, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে যাতে করে জেলায় চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটি তৈরি হয়ে যায় সে বিষয়ে জোর দেওয়া হবে।

বাগনান ঘোড়াঘাটা স্টেশনে বিক্ষোভ

সঞ্জয় চক্রবর্তী : সোমবার ৬ বাগনান ঘোড়াঘাটা রেল স্টেশনে প্যাসেঞ্জার অ্যান্ড পাবলিক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন–এর আহ্বানে অবস্থান বিক্ষোভ দেখানো হয়। যে বিশেষ দাবিগুলি নিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় সেগুলি হল –ঘোড়াঘাটা স্টেশনের উভয় প্ল্যাটফর্ম কভার নির্মাণ, ঘোড়াঘাটা স্টেশনে সকালে ট্রেন নং ৩৮৭১০ এবং ৩৮৪৫৫–র মাঝে ৫ টি গ্যালোপিং ট্রেন আছে। এই দীর্ঘ ৫০ মিনিটের সময়ে আরও অন্তত ২টি ট্রেন দাঁড় করানোর দাবি, স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের বর্তমান অবস্থাকে প্ল্যাটফর্মের পশ্চিম দিকে আনা, স্টেশনের লেবেল ক্রশিংয়ের কাছে দুটি প্যাটফর্মের প্রত্যেকটিতে একটি করে শৌচালয় নির্মাণ করা, স্টেশনে ট্রেন আসা যাওয়ার মাইক্রোফোনে যে ঘোষণা করা হয় তা খুব ধীর লয়ে সেটি

যাতে সকলের শ্রবণযোগ্য হয় তার ব্যবস্থা করা, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের লেবেল উন্নত করা, বাগনান স্টেশনের যাত্রীদের ও ছোট গাড়ির চাপ কমিয়ে বাগনানে সুস্থ পরিবহন ব্যবস্থাকে সৃষ্টি করে যাত্রীদের একটা বড় অংশকে ঘোড়াঘাটি স্টেশনকে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি করতে এখানে গ্যালোপিং ট্রেন করানোর দাবি। শুধু ঘোড়াঘাটা স্টেশন নয় দক্ষিণ পূর্ব শাখার বিভিন্ন স্টেশন গুলির বিভিন্ন দাবি নিয়ে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যেমন বিক্ষোভ অবস্থান কর্মসূচি নেওয়া হয় তেমনি আগামী দিনে সঠিক পরিষেবার দাবিতে দীর্ঘ মেয়াদী স্থায়ী আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়।

ডুবেছে রাস্তা দুর্ভোগ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ধমান–সাহিবগঞ্জ লুপলাইনের অন্তর্গত বীরভূম জেলার উত্তরদিকের শেষ স্টেশন রাজগ্রাম। দু'দিনের কয়েকঘন্টার বৃষ্টি এবং ঝাড়খণ্ডের সুরাবতী নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় সোমবার সকাল থেকে ডুবে গেল রাজগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রাজগ্রাম থেকে আম্ভুয়া যাওয়ার রাস্তা। ফলে দুর্ভোগে পড়ে গ্রামবাসীরা। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, 'প্রত্যেক বছর বর্ষায় ডুবে যায় এই রাস্তা। বর্ষাকালে রাজগ্রাম স্টেশনে ট্রেন ধরতে যেতে, বিদ্যালয় যেতে, বাজার যেতে সমস্যায় পড়তে হয়। আম্ভুয়া থেকে রাজগ্রাম যেতে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়'। 'এই রাস্তাটি একটু উচু আর চওড়া করে দিলে ভালো হবে' বলে জানায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে, ময়ূরাক্ষী সেচ ক্যানেলের জলে ভেসে গেলো চাকাইপুর গ্রাম যাওয়ার রাস্তা। সমস্যায় পড়েছে আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা। বুধবার সকালে এলাকা পরিদর্শন করেন কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দোপাধ্যায়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ১১ আগস্ট– ১৭ আগস্ট, ২০১৮

দ্রাবিড় রাজনীতির ঘোলা জলে মাছ ধরলেন বিরোধীরা

দ্রাবিড় চলচ্চিত্রের অন্যতম আইকন তথা তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ডিএমকে প্রধান এম করুণানিধির প্রয়াণ নিয়ে আপাতত ভারতীয় রাজনীতি আলোড়িত। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। অর্থাৎ যথেষ্ট বয়সেই বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কিন্তু আলোড়নটা হচ্ছে মৃত্যুর পর তাঁর অন্ত্যেষ্টি থেকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সবের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে রাজনীতি। এর সবথেকে বড় কারণ হল সামনেই কড়া নাড়ছে লোকসভা ভোট। এই সুযোগে রাজনৈতিক কূটচালিতা সেরে নিতে ব্যস্ত সব রাজনৈতিক দলই। এ যেন শেষ মুহূর্তের পরীক্ষার সাজেশন মিলিয়ে নেওয়ার মতো। বলাবাহুল্য, বিজেপি বিরোধী শিবিরের তৎপরতা একেবারে চোখে পড়ার মতো। তার মধ্যে অবশ্যই মধ্যমণি হয়ে উঠেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার, করুণানিধির মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরেই তিনি ছুটে গিয়েছেন চেন্নাইতে। বুধবার, তাঁর শেষকৃত্যে শামিলও হয়েছেন। তিনি একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সৌজন্য দেখিয়ে তিনি যেতেই পারেন দেশের এই প্রবীণ নেতার মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের মানুষের পাশে থাকতে, সমবেদনা জানাতে। কিন্তু মূল যে জিনিসটা এই অন্ত্যেষ্টিকে ঘিরে চোখে পড়ল তা হল রাজনীতি। বালাবাহুল্য, তাতে একটা বড় 'রোল প্লে' করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মোদী বিরোধী অক্ষরেখাটা পরিপূর্ণ করে তুলতে তাঁর তরফে চেষ্টার কমতি থাকল না। সমবেদনা–রাজনীতির এই মঞ্চে হাজির থাকলেন রাহুল গান্ধি থেকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামী। এর মধ্যে আবার অন্ত্যেষ্টির জায়গা নিয়ে ক্ষমতাসীন দল এআইএডিএমকে'র সঙ্গে একপ্রস্থ টানাপোড়েনও চলল ডিএমকে শিবিরের। দক্ষিণী অভিনয় জগতের দুই মেগাস্টার রজনীকান্ত ও কমল হাসানও শরিক হলেন করুণা প্রয়াণের মঞ্চে। ওপর ওপর সব কিছুতেই সৌজন্য থাকলেও আসলে তার নেপথ্যে চলল লোকসভাকে কেন্দ্র করে জল মেপে নেওয়ার খেলা। যা এখন লোকসভা পর্যন্ত ভরপুর জারি থাকবে তা বলাইবাহুল্য। এর মধ্যে করুণানিধি পরিবার কিন্তু দেশের সামনে আলোচিত হয়েছে নানাভাবে বিভিন্ন সময়। ২জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে করুণানিধির কন্যা কানামাজিকে ইতিমধ্যেই শ্রীঘর বাস করে আসতে হয়েছে। দলের নেতা তথা ইউপিএ জমানার টেলিকম মন্ত্রী দয়ানিধি মারানও হয়েছেন এক পথের পথিক। আবার ডিএমকের উত্তরাধিকার নিয়ে দাদা আলাগিরির সঙ্গে করুণানিধির প্রিয় পুত্র স্তালিনের লড়াই তো একটা সময় রীতিমতো রাস্তায় নেমে এসেছে। বিব্রত হয়েছেন বৃদ্ধ করুণা। তবু তাঁর অপার স্নেহের জোরে দলের কাণ্ডারী হয়ে উঠেছেন স্তালিনই। তবে বাবার মৃত্যুর পর বিরোধী রাজনীতির পরিসরে তিনি কতটা কেতা দেখাতে পারেন সেদিকে নিশ্চিতভাবে তাকিয়ে থাকবে তামিল জনতা। যদিও এদিকে সমানভাবে নজর থাকবে দেশের রাজনৈতিক দলেরই। কারণ, এখনও পর্যন্ত জয়ললিতা'র দল নেত্রীর মৃত্যুর পর বিজেপির সঙ্গে থাকলেও ডিএমকে বুঝিয়ে দিয়েছে তারা পুরনো মিত্র কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিতে থেকেই লোকসভা লড়বে। যদিও মুলায়ম–মায়াবতীর মতো জয়ললিতা–করুণানিধির দলকেও বিরোধী বৃত্তে মেলাতে চাইছিলেন বিরোধীরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে বলেই দিয়েছেন জয়ললিতাজি বেঁচে থাকলে মোদী সরকারের পক্ষে সংসদে ভোট দিত না এআইএডিএমকে। এসবের মধ্যে করুণার অন্ত্যেষ্টি পর্ব যেন রাজনৈতিক নাটক আরও জমিয়ে দিল। যার ফল হতে পারে সুদূরপ্রসারী।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ

ইহাতে পারে আমাদের অশুভ কার্য অপরকে আক্রমণ করিবে। অসৎ কর্ম করিয়া আমরা নিজেদের এবং অন্যেরও অনিষ্ট করি, সৎ কর্ম করিয়া নিজের এবং অন্যেরও অনিষ্ট করি, সৎ কর্ম করিয়া নিজেদের এবং অন্যেরও উপকার করি। অন্যান্য শক্তির ন্যায় মানুষের অভ্যন্তরস্থ এই সদসৎ শক্তিদ্বয়ও বাহির হইতে বল সঞ্চয় করে।

কর্মযোগের মতে কৃতকর্ম ফল প্রসব না করিয়া কখনই নষ্ট হইতে

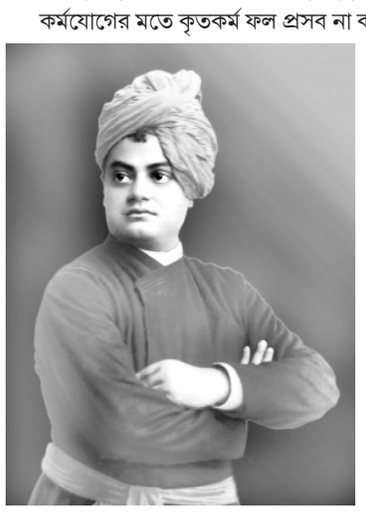

পারে না, প্রকৃতির কোনও শক্তিই উহার ফলপ্রসব রোধ করিতে পারে না। কোন অসৎ কর্ম করিলে আমি তাহার জন্য ভুগিব, জগতে এমন কোনও শক্তি নাই যাহা উহাকে রোধ করিতে পারে। এইরূপে কোনও সৎকর্ম করিলেও জগতে কোনও শক্তিই উহার শুভ ফল রোধ করিতে পারে না। কারণ থাকিলে কার্য হইবেই, কিছুই উহাকে বাধা দিতে পারে না। রোধ করিতে পারে না। এখন কর্মযোগ সম্বন্ধে একটি সূক্ষ্ম ও গুরুতর সমস্যা দেখা দিতেছে, যথা আমাদের এই সকল সদসৎ কর্ম পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। আমরা একটি সীমারেখা টানিয়া বলিতে পারি না। এই কাজটি সম্পূর্ণ ভাল, আর এইটি সম্পূর্ণ মন্দ।এমন কোন কর্ম নাই, যাহা একই কালে শুভ অশুভ দুই প্রকার ফলই প্রসব না করে। একটি নিকটের উদাহরণ লওয়া যাক ঃ আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে হয়তো কেহ কেহ ভাবিতেছে,আমি ভাল কাজ করিতেছি।

ফেসবুক বার্তা

সস্ত্রীক লালবাহাদুর শস্ত্রী। ফেসবুকের অলিন্দে রব উঠছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু তদন্ত হোক।

আসছে নির্বাচন, ফ্রন্টে ফ্রন্টে বিবাদ

উলুখাগড়া জনগণ

নির্মল গোস্বামী

আসছে ২০১৯। সব দলের সাজো সাজো ভাব। এতোদিন পাঁচ বছর ধরে মহড়া হয়েছে। এবার রণক্ষেত্রে আসল লড়াই। তবে এ লড়াইয়ে গোলা বারুদ বা বন্দুক কামানের প্রয়োজন সাধারণত পড়ে না। বাক্যবাণই প্রধান অস্ত্র। গত পাঁচ বছর ধরে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোই হল বাক্যবাণের প্রধান মশলা। মানুষের মগজে এই মশলা তুবড়ির মতো যত ঠেসে ঢুকিয়ে দিতে পারবে তত সুন্দর তা তারা কেটে আউট পুট দেবে। দেশে মাল মশলার যে অভাব আছে তা কিন্তু নয়। শাসক দল প্রতি নিয়তই যেমন নিত্য নতুন মশলার জোগান দিচ্ছে, তেমনি ১২৫ কোটির দেশে বর্ষার ঘনঘোর মেঘের মতো ঘটনার ঘনঘটারও অভাব নেই। কোথায় দলিত হত্যা হচ্ছে। কোথাও গো–তস্কর ভেবে গণ–ধোলাইয়ে সংখ্যালঘুর মৃত্যু ঘটছে। কোথাও ছেলে ধরা সন্দেহে নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। নিরীহ অপরিচিতের উপর। আর সোশ্যাল মিডিয়ার গুজব দাবানলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই আগুনকে বাগে আনা অতীব দুঃসাধ্য। তাই ব্যর্থতার দায় অবশ্যই বহন করতে হবে সরকারকে। মেহুল চোকসি, নীরব মোদীরা এবং তার পরিজনেরা দেশের টাকা নিয়ে বিদেশে পালাচ্ছে এতো মোদীর ভাগিদারী আছে কিনা তার জবাব দিহি অবশ্যই মোদীকেই করতে হবে। নোটবন্দিতে জনগণের 'পরিসান'য়ে কে লাভবান তা বিরোধীরা অবশ্যই খুঁজে বার করবে। তক্‌দিরওয়ালা প্রধানমন্ত্রীর জন্য আন্তর্জাতিক বাজার পেট্রোপণ্যের দাম কমল অথচ দেশের মানুষ চড়া দামে তা কিনতে বাধ্য হল। সেই লক্ষ কোটি জনগণের পকেট কাটা টাকা কোথায় খরচ হল? তাকি ৬৭০ কোটির দামে র‍্যাফাল বিমান ১৬০০ কোটিতে কিনতে খরচ হল? এমন হাজারো অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি হতে হবে সরকার পক্ষকে ভোট যুদ্ধের ময়দানে। আর সরকার পক্ষকে শক্তিশালী ভেবে এবার আর কেউ একা লড়াইয়ে নামতে রাজী নয়। তাই তারাও জোট বাঁধছে। অমিত শা ওজনদার বটে। আর কোনও দলের সভাপতি তার ধারে কাছে আসতে পারবে না। এমৎঅবস্থায় মিলিত জোটের ওজন বাড়বেই। পাটিগণিতের হিসাবে জয় অবধারিত।

এখন প্রশ্ন হল জয় হলে কাদের জয় হবে? রাজনীতির জয় হবে, রাজনৈতিক দলের জয় হবে। রাজনৈতিক কৌশলের জয় হবে। জনগণের জয় হবে কি? পাঁচ বছর আগে এই জনগণ যাদের হারিয়ে ছিল তারাই আবার যদি জয়ী হয় তাতে জনগণের কি সুরাহা হবে? যদি একটু পিছন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখতে পাই পাঁচ বছর আগের ইউপিএ সরকার আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে ছিল। আকাশ পাতাল ভূমি কোথাও রেহাই মেলেনি দুর্নীতির ছোবল থেকে। শত দুর্নীতি দেখেও যে মনমোহন মুক ও বধির সেজে বসেছিল তিনি এখন সরব হলেও তা কতটা কার্যকরী হবে? কারণ, যে রাহুল তার অর্ডিন্যান্স ছিঁড়ে ফেলতে বলেছিল একদা সেই রাহুল এখন কংগ্রেসের সভাপতি। পাঁচ বছরে যদি মোদী সব শেষ করে দিয়ে থাকে, তাহলে বিগত দশ বছরে মনমোহনের সরকারই ছিল আদর্শ। তাহলে তো সেই মনমোহনের নেতৃত্বে আবার সরকার গঠন করার দাবি জানানো দরকার জনতার দরবারে! কারণ তিনি এখন কর্মক্ষম এবং রাজনীতি থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় নেন নি। কংগ্রেস তা কিন্তু বলছে না। রাহুল বলছে শরিকরা চাইলে তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে রাজী। আবার জোটের আবহ যাতে প্রতিকূল না হয় তার জন্য বলছে অন্য কেউ হলে কংগ্রেস স্বার্থত্যাগ করতে রাজী। কংগ্রেসের তো উচিৎ ছিল এই কথা বলা যে আমাদের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী দশ বছরে দেশকে যে কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল– সেই যোগ্য লোকটি আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন। বিরোধীরা মানল কিনা তা আলাদা কথা। কিন্তু কংগ্রেস কেন বলছে না? তবে কি বিগত দশ বছর তেমন সুশাসন ভারতবর্ষকে দিতে পারেনি যার স্মৃতি রোমন্থনে জনগণের সমর্থন পাওয়া যায়? তাহলে এবারে সেই কংগ্রেসের সমর্থনে অন্য প্রধানমন্ত্রী কি করে সুশাসন দেবে? দশ বছর আগে যদি কংগ্রেসে তেমন সুশাসন না চেয়ে থাকে তাহলে আজ চাইবে কেন? আবার উল্টো দিকে ধরা যায় যে কংগ্রেস হতে পারে। কারণ মনমোহনজী বলেছিলেন যে আমাকে দিয়ে বামেরা ক্রীতদাসের মতো কাজ করিয়ে নিয়েছে। তাহলে ২০১৯ যদি জোট সরকার হয় তাহলে সেই জোট শরিকরা সকলেই নিজের উন্নতির পরিবর্তে দেশের উন্নতি চাইবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? কারণ এবারেও সেই একই দলের জোট হতে চলেছে। পূর্বের জোটে ৫ বছর তৃণমূল ছিল। এবার সম্ভবত তারা একসঙ্গে জোটে থাকবে বলছে। তাতেই কী বাজিমাত হবে? মায়া, মুলায়ম, অখিলেশ, লালু, চন্দ্রবাবু, করুণানিধি, পাওয়ার–চৌতালা সকলেই পরীক্ষিত এবং জনগণ–এর ক্ষতি করার শক্তি তো আরও বেড়ে যাবে? যে মিশ্রণটা হতে চলেছে তা হবে যৌগিক মিশ্রণ। সকলেরই গুণ ধর্ম পৃথক পৃথক থাকবে। তারা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মিশে নতুন কোনও পদার্থের সৃষ্টি করছে না যে তাদের ভৌতধর্ম পাল্টে যাবে। আর তৃণমূল দলের কথা না বলাই ভালো। যিনি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েও ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সিটিয়ে থাকেন। যিনি সামান্য পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধীদের দাঁড়াতে দিতেই চাননি। তিনি ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন এটা একটা উচ্চস্তরের জোক হতে পারে। যিনি সাধারণ তাঁতের শাড়ি আর পায়ে হাউই চপ্পল পরে টালির চালের ঘরে প্রায় জীবন কাটিয়ে দিলেন যাঁর সততা সর্বপ্রকার প্রশ্নচিহ্নের উর্দ্ধে। সেই তিনি রাজ্যের লোকায়ুক্ত বিলের আওতায় বাইরে রাখল মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি কত দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের পক্ষে তা এই ঘটনাতেই পরিস্ফুট হয়। জনগণ সহজে বুঝে যায় যা বোঝার।

২০০৪ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের এনিপিএ ছিল যেখানে মাত্র ১৮ লক্ষ কোটি টাকা। সেখানে ২০১৪ পর্যন্ত তা ৮৪ লক্ষ কোটিতে পৌঁছে যায়। ইউপিএ–র দশ বছরের শাসনে পুঁজিপতিদের ঢালাও লোন দিয়ে গিয়েছে– যা তারা শোধ করে নি। আবার মোদী এসে ২ লক্ষ কোটি টাকার লোক মুকুব করে দিল পুঁজিপতিদের। সবই এক। কারোর রাজত্বেই পুঁজিপতিদের স্বার্থহানি হয় না। যত কিছু চাপে সাধারণ জনগণের উপর।

দিল্লিতে তিনটি শিশু না খেয়ে তিলে তিলে যন্ত্রণায় ছটপট করতে করতে মরল। কোনও প্রতিবেশী নাকি টের পায়নি। আর জনগণের দুঃখ দুর্দশার কথা– দলেরনেতারা জানতে পারবে না জানতে পারলেও তার যে কিছু করবে না তার প্রমাণ ঝুড়িঝুড়ি আছে। ফলে দেশটা যাদের নির্বাচনে লাভ তাদের। হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তকে খেটে খেতে হবে। আলপিন থেকে হাতি প্রতি জিনিসের জন্য জিএসটি দিতেই হবে। সেখানে গরিবের কোনও ছাড় নেই। তাই ভোটে কে হারল আর কে জিতল তা নিয়ে হাততালি দেওয়া বা বগল বাজিয়ে নাচার কোনও মানে হয় কি? এটা জনগণ যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই তাদের মঙ্গল হবে। কারণ তাহলে দলের হয়ে ভোটে মারামারি করতে আর যাবে না। এটাই লাভ জনগণের।

উচ্চশিক্ষা কমিশনের নিয়ন্ত্রণ কি অ–শিক্ষকদের হাতে?

গৌতম মণ্ডল

"Who brought you here, skull?"

"Talking brought me here"

কথার মতো শক্তিশালী আর কি আছে জানা নেই। কথা কী না করতে পারে! যুদ্ধে হার জিৎ শুধু কী আর দক্ষতার ওপর নির্ভর করে, কথা আর কৌশলও অনেক কিছু করতে পারে। গণতন্ত্রে ভোটের যুদ্ধ তো কথার মায়াজাল। নইলে কি আর বছরভর রাজনীতির লোকেদের প্রতি মনে মনে বিষোদ্গার করে ভোটের দিন উৎসবের মেজাজে গণতন্ত্র রক্ষার কাজে ভারতবাসী সাজগোজ করে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে যেত! তবে কৌশল আর চালাকির মধ্যে নিশ্চয়ই একটা মোটা দাগ আছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি, চালাকিই এখন কৌশল বলে প্রশংসা পেয়ে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই। মোদী সরকারের সাম্প্রতিক উচ্চ শিক্ষা কমিশন খসড়া বিলে যে সমস্ত রাশভারি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাতে এক ঝলকে মনে হতে পারে সাধু উদ্দেশ্য, তবে একটু তলিয়ে দেখলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এটা এক ধরণের কথার কৌশল (নাকি চালাকি?)। বিলে স্বাধিকার, অভিন্ন শিক্ষা ইত্যাদি বহু আকাঙ্ক্ষিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু আসলে প্রস্তাবিত আইনটি আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষার ধরণ, দর্শন পাল্টে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তৈরি হচ্ছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউএসসি) হলো সর্বোচ্চ সংস্থা যা বিশেষ কিছু মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তহবিল প্রদান করে। নতুন খসড়া বিল এই ক্ষমতা প্রদান করছে সরাসরি কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রককে। শুধু তাই নয়, খসড়া বিলের উদ্দেশ্যই হলো বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরি কমিশনকে বিলোপ করা। নতুন কমিশন আইআইটি–র মতো জাতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিষ্ঠান ছাড়া যে কোনও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতার অধিকারী হবে, যদি মনে করে তারা কমিশনের আদেশ অমান্য করেছে কিংবা জরিমানা দিতে অস্বীকার করেছে। এমন কি কমিশন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে কঠোরতম আইনি শাস্তির মুখোমুখি করতে পারে।

এই কমিশনে কারা থাকবেন? চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারপার্সন সহ মোট ১২ জন সদস্যের কমিশন এটি, যাঁরা প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত। ১২ জনের মধ্যে কেন্দ্র সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ২ জন আইএএস অফিসার থাকবেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থার (যেমন এনসিটিই, এআইটিইসি ইত্যাদি) চারজন প্রধান, একজন বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ শিল্পপতি থাকবেন। বাকি চারজনের মধ্যে দুজন উপাচার্য এবং দুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকবেন। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? ১২ জন সদস্যের কমিশনের মধ্যে শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তির সংখ্যা থাকছে এক তৃতীয়াংশ। আর অন্যদিকে বিশ্ব বিদ্যালয় মঞ্জরি কমিশনের মোট ১০ জন সদস্যের মধ্যে শুধু মাত্র ২ জন আধিকারিক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। বাকি সদস্যদের মধ্যে অন্তত চারজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং চারজন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অথবা উপাচার্য। তাহলে সোজা হিসাবে যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো, প্রস্তাবিত নতুন কমিশনে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যক্তিত্ব বা শিক্ষাবিদদের হাত থেকে চলে যাবে আমলাদের হাতে কিংবা সরাসরি কেন্দ্র সরকারের হাতে। উল্লেখ্য যে ইউজিসি অ্যাক্ট ১৯৫৬ সেই কারণেই সরকারি আধিকারিকের

সংখ্যা অর্ধেকের কম রেখেছিল যাতে উচ্চশিক্ষার রাশ বা নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যক্তিদের হাতেই থাকে। নতুন আইনে কমিশনের একজন সদস্য হিসাবে একজন শিল্পপতি থাকবেন–বিষয়টা অন্য কিছু ইঙ্গিত বহন করে।

আরও দেখার বিষয় হলো, কমিশনের চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারপার্সন নির্বাচিত করবেন কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট সচিবের নেতৃত্বাধীন কমিটি; অন্যদিকে বর্তমান ইউজিসি নির্বাচন কমিটি তৈরি হয়েছে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ বা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে। ইউজিসি অ্যাক্ট ১৯৫৬ কমিশনের চেয়ারপার্সনকে পাঁচ বছরের স্থায়ী মেয়াদ প্রদান করে, অবশ্য এর মধ্যে তিনি ডিসকোয়ালিফাই হয়ে পড়লে আলাদা কথা; কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে উচ্চশিক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সনকে কেন্দ্র সরকার যে কোনও সময় সরিয়ে দিতে পারে। তার মানে পরোক্ষে চেয়ারপার্সনকে রাজনীতিবিদদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা ছাড়া গত্যান্তর নেই। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী নেতৃত্বাধীন একটি উপদেষ্টা সংসদও থাকবে যার উপদেশ (!) কার্যকর করতে কমিশন বাধ্য থাকবে। ইউজিসিতে এ ধরনের কোনও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নেই।

১৯৪৮–৪৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে The First University Education Commission of India র প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল 'Freedom of individual development is the basis of democracy. Exclusive control of education by the State has been an important factor in facilitating the maintenance of totalitarian tyrannies. In such States institutions of higher learning controlled and managed by governmental agencies act like mercenaries." আর আজ প্রস্তাবিত আইনের প্রত্যেক পরতে পরতে রাষ্ট্রের চোখরাঙানি।

এবার দেখা যাক, কমিশন ঠিক কী ধরণের শিক্ষা নীতি প্রবর্তন করতে চায়। খসড়া বিলে বলা হয়েছে কমিশন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধিকারের ব্যাপারে ভীষণভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু বিলে সেই স্বাধিকার কোথায়? বিলে তো বরং বলা হয়েছে কমিশন হলো একমাত্র কর্তা যে বলে দেবে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কী পড়ানো হবে, কেমনভাবে মূল্যায়ণ করা হবে। পাঠক্রম, মূল্যায়নের নির্দিষ্ট মাপকাঠি সবকিছুই নির্দেশিত হবে কমিশনের দ্বারা। শুধু কি তাই। কমিশনই বলে দেবে শিখন ফলাফল, শিক্ষণের মানদণ্ড, মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা নির্মাণের মানদণ্ড সব কিছু। এবং খুব কৌশলে এখানেই একটি শব্দবন্ধ ব্যবহার করে সাধু উদ্দেশ্য প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে– ইউনিফর্ম এডুকেশন।

তাহলে স্বাধিকার কোথায়? স্বাধিকার একটি জায়গাতে আছে। ইউজিসি অ্যাক্ট–এর সেকশন ১২তে বলা হয়েছে "no candidate secures admission to suich course by reason of economic power". আর প্রস্তাবিত আইনে কী বলা হয়েছে? কলেজ ইউনিয়ভার্সিটি কী পরিমান ফী সংগ্রহ করবে সে বিষয়ে কমিশন শুধুমাত্র উপদেশ দিতে পারে। তার মানে সোজা কথায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়কে যে স্বাধিকার দেওয়া হবে তা উচ্চশিক্ষার পরিপন্থী শুধু নয়, ধ্বংসাত্মক।

শিক্ষা সংবিধানে যৌথ তালিকাভুক্ত। অথচ প্রস্তাবিত আইনে শুধুমাত্র উপদেষ্টা কমিটিতে একজন সদস্য ছাড়া রাজ্য সরকারের কোনও প্রতিনিধি বা ক্ষমতা থাকবে না, যা সংবিধানের সপ্তম তপশিলের পরিপন্থী, কারণ এখানে পরিষ্কার বলা আছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির "incorporation, regulation and winding up" রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত।

শিক্ষা কমিশনে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, শিল্পপতিকে কমিশনে অন্তর্ভুক্তিকরণ, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অর্থের বিনিময়ে ভর্তি করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া– এই সবের একটাই উদ্দেশ্য, কর্পোরেট জগৎকে খুশি করতে চাওয়া, তাদের জন্য আরও বেশি বেশি সুযোগ তৈরি করে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

সত্যি, কথার মায়াজালে অনেক কিছুই হয়। নইলে সাধারণ মানুষকে ই–মেলে মতামত জানানোর জন্য আবেদন করা হয়? খসড়া বিলটি আবার ভারতবর্ষের কোনও আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত হয়নি, হয়েছে শুধুমাত্র ইংরেজিতে। কিন্তু ওই যে, মতামত চাওয়া হয়েছে। কৌশল আর চালাকি মিলে মিশে একাকার।

বীরভূম

ঝাড়ফুঁক, ওঝাকে মারধর

অভীক মিত্র : ৪৪ দিন আগে বাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় রশ্মী খাতুন নামে সাত বছরের এক বালিকা। মুরারই গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ময়নাতদন্ত না করে কবর দেয় পরিবার। স্বপ্নাদেশ পেয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার বহুতলি গ্রামের কবিরুল শেখ নামে এক ওঝার দ্বারস্থ হয় মৃত বালিকার পরিবার। সেইমতো ৪ আগস্ট ভোরে কবিরুল এসে মৃতদেহ কবর থেকে তুলে ঝাড়ফুঁকের চেষ্টা করে। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনার কথা শুনে কবিরুলকে ধরে মারধর শুরু করে। মাথা ফেটে যায় কবিরুলের। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পলসা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তগর্ত কাহিনগর গ্রামে। মুরারই থানার পুলিশ গিয়ে ওঝা কবিরুল শেখকে আটক করেছে। কবিরুল পেশায় লরির খালাসি। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের বীরভূম জেলা কমিটির সদস্য বিজ্ঞানকর্মী শিক্ষক শুভাশিস গড়াই বলেন, 'আজও সমাজে কুসংস্কার যে সামাজিক ব্যাধির মতো টিকে আছে – এই ঘটনা তারই প্রতিফলন। তবে এই ঘটনা অন্যগুলির থেকে একটু আলাদা। প্রশাসন খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। স্থানীয় মানুষ কিংবা প্রশাসন চাইলে আমরাও কুসংস্কার দূরীকরণ সহযোগিতায় প্রস্তুত। ধারাবাহিক সচেতনতা একমাত্র উপায়'।

তৃণমূলের ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলচর বিমানবন্দরে তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের হেনস্থার প্রতিবাদে রবিবার বীরভূম জেলাজুড়ে 'কালাদিবস' পালন ও ধিক্কার মিছিল করলো জেলা তৃণমূল। সকালে বোলপুরে 'পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি' বীরভূম জেলা শাখার উদ্যোগে ধিক্কার মিছিলে পা মেলান জেলা আহ্বায়ক প্রলয় নায়েক,দুবরাজপুরের বিধায়ক নরেশচন্দ্র বাউড়ী,জেলাপরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী সহ তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা। বিকালে ময়ূরেশ্বর–১ নং ব্লক তৃনমূলের উদ্যোগে ধিক্কার মিছিলে পা মেলান স্থানীয় বিধায়ক অভিজিৎ রায়,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ধীরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়,শিক্ষক মেঘনাদ দাস সহ তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা। মুরারই–১ নং ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে ধিক্কার মিছিলে পা মেলান স্থানীয় বিধায়ক আব্দুর রহমান, জেলাপরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপকুমার ভকত, ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিনয় ঘোষ,সঞ্জীব রুইদাস,জয়গোপাল মিত্র সহ তৃণমূলের কর্মীসমর্থকেরা। বিষ্ণুপুর, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট সহ বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের উদ্যোগে ধিক্কার মিছিল হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার বিকালে ষাটপলশা গ্রামে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিদ্যুতের তার লাগানোর সময় তার ছিঁড়ে ঘটনাস্থলে মারা যায় পিন্টু বাগ্দী ও বাসুদেব বাগ্দী নামে দুই ঠিকাকর্মী। গুরুতর জখম শ্যামাজিৎ বাগ্দী সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাসুদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষক ছিলো বাসুদেব বাগ্দী। বাড়তি উপার্জনের জন্য ছুটির দিনে বিদ্যুৎদপ্তরের ঠিকাদারের সঙ্গে কাজ করতো বাসুদেব। সাঁইথিয়া অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমের কাছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে চার কনেযাত্রী সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পাচইছূড়া গ্রাম থেকে বিয়ে করে ঝাড়খণ্ড ফেরার পথে সেনবাঁধ গ্রামের কাছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় ষাটজন বরযাত্রীবোঝাই বাসটি। জখম হয়ে নয় বরযাত্রী রামপুরহাট জেলা স্বাস্থ্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাসের ছাদে থাকা স্টিলের আলমারির সঙ্গে এগারো হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তারের সংঘর্ষে এই ঘটনা।

রাজগ্রামে শিক্ষকের বিদায়ীসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজগ্রাম মহামায়া উচ্চবিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক কুদ্দুস আলির চাকরি জীবনের বিদায়ী সভা মহাসমারোহে উদযাপিত হলো। সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শঙ্করপ্রসাদ ব্যানার্জী,প্রধান অতিথি সুবীরকুমার মুখার্জী,বিশেষ অতিথি সামায়ন খান ও নরনারায়ণ ঘোষ। শিক্ষিকা অন্তরা ব্যানার্জী,পারমিতা চ্যাটার্জী ও মধুমিতা পালের সম্মিলিত উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বছর কৃতী সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য এককালীন একলক্ষ টাকা অনুদান করে নতুন নজির সৃষ্টি করলেন কুদ্দুস আলি। শিক্ষক কুদ্দুস আলি ছাত্রছাত্রীদের উন্নতি ও চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। সঞ্চালনার দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন শিক্ষক তুষার মন্ডল।

বিজেপি নেতার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩রা আগস্ট সিউড়ি এসপি অফিসের সামনে বিজেপির অবস্থান ধরনা কর্মসূচিতে বীরভূম বিজেপি প্রাক্তন জেলা সভাপতি নির্মলচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'কেরলে আমাদের সঙ্গে সিপিএমের যেমন চলছে, ওরা আমাদের একজনকে মার্ডার করলে আমরা দুজনকে মার্ডার করি। ঠিক তেমনি এ রাজ্যেও শুরু হবে'। মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'এ রাজ্যে যদি আপনার ভাইপো মার্ডার হয়ে যায় তাহলে কী হবে দিদি ?' যা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। নির্মলচন্দ্র মণ্ডলের নামে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় এফআইআর দায়ের করেছে যুব তৃণমূল।

ধর্ষণে যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৫ সালে রাজনগরের একটি গ্রামে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রশান্ত বাগ্দীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তিনলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ অনাদায়ে দুই বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন সিউড়ি জেলা আদালতের বিচারক। ভিকটিম কমপেনসেশন ফান্ড থেকে নির্যাতিতা ও তার সন্তানের জন্য পাচঁলক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। মামলা চলাকালীন একটি সন্তানের জন্ম দেয় নির্যাতিতা।

রাজগ্রামে অভিভাবক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যালয়ে শৃঙখলা,ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন এবং অভিভাবক শিক্ষক সম্পর্ক নিয়ে রাজগ্রাম মহামায়া উচ্চবিদ্যালয়ের হলঘরে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হলো। সকল বক্তার বক্তব্যে ছাত্রছাত্রীদের মানোন্নয়নে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধুর সম্পর্ক এবং সংযোগের বিষয়টি ফুটে উঠে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহশিক্ষক কুদ্দুস আলি।

সর্পাঘাতে মৃত ২ ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কুন্ডহিত পাবলিক স্কুলের হোস্টেলে চার খুদে পড়ুয়াকে সাপে কামড়ায়। সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে আনার পথে মারা যায় ইউকেজি এবং ক্লাস ওয়ানের দুই ছাত্র। আরো দুই ছাত্র আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতালে আসেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নলা কেন্দ্রের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ মাহাতো। হোস্টেলটি বিনা অনুমতিতে চলতো বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। সিউড়ি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র অভিজিৎ মালকে খড়িস সাপে কামড়ায়। অভিজিৎকে সঙ্গে নিয়ে সাপটিকে কলসিতে ভরে সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে যায় পরিবারের লোকজন। অভিজিৎ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সাপটিকে হাসপাতালে দেখে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

ভুল সংশোধন

গত ১৪ই–২০শে জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত 'এক মুঠো অভিমান' (পত্র–পত্রিকা সমালোচনা, পৃষ্ঠা ৭) কবিতা গ্রন্থটির রচয়িতা হিসাবে নাম ছাপা হয়েছে 'তনুশ্রী চক্রবর্তী'। কবির নাম তনুজা চক্রবর্তী। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

জেলায় এই প্রথম ক্লাসরুমে অডিও সিস্টেম চালু করল মথুরাপুর কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল

অরিজিত মন্ডল, মথুরাপুরঃ প্রতিবারের মতো এবারেও খবরের শিরোনামে উঠে এলো মথুরাপুর কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল। প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের স্কুল কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল এর আগেও বহুবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিল বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে।

নাবালিকা বিয়ে বন্ধ থেকে কখনও সেরা স্কুলের শিরোপা। সবেতেই এগিয়ে থাকত এই স্কুল। তবে এবারে হয়ত একটু ভিন্ন স্বাদ দেখা গেল। স্কুলে প্রায় সাড়ে চারহাজারের বেশী ছাত্রছাত্রী। ক্লাসে পঠনপাঠন চলার সময় পেছনের ছেলেমেয়েরা ঠিকমত শুনতে পায় না। তাই সেই কথাই মাথায় রেখে প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতি স্কুলের ক্লাসরুমে অডিও সিস্টেম চালু করল। এর আগে আমরা গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে এই অডিও সিস্টেম দেখেছি। কিন্তু স্কুলে হয়ত হাতে গোণামাত্র। তবে এই এই জেলায় এই প্রথম কৃষ্ণচন্দ্রপুর স্কুলে চালু হল। উপকৃত হবে ছাত্রছাত্রীরা। রোটারি ক্লাব অফ সল্টলেক সেন্ট্রালের আর্থিক সহযোগিতায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে চালু হল, বাকি ক্লাস গুলো আর কিছুদিনের মধ্যেই চালু হবে এমনটাই জানায় রোটারি ক্লাবের রজত মৈত্র। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির মোট ৮ টি ক্লাসে বসানো হলো এই অডিও সিস্টেমটি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতি জানায়, এটা আমাদের নব উদ্যোগ। ক্লাসে এত ছাত্রছাত্রী মাঝে মাঝে পেছনের ছেলেমেয়েরা শিক্ষক শিক্ষিকাদের গলার আওয়াজ শুনতে পান না, তবে এই অডিও সিস্টেম চালু হওয়াতে অনেক সুবিধা হল। সুন্দরবনের মতো এই দুর্গম এলাকায় এটা একটা আমাদের কাছে বিশেষ পাওনা। আমদের জেলায় এই অডিও সিস্টেম প্রথম কোনও স্কুলে বসানো হল। এর পাশাপাশি রোল নম্বর ১৭ বলে একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয় স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে। স্কুলের সারিনা ইয়াসমিন নামে এক ছাত্রী বলে আমরা প্রধান শিক্ষকের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ, এরকম একটা সিস্টেম চালু করার জন্যে। আমাদের স্যার ম্যাডামদের কথা শুনতে খুব অসুবিধা হত, পড়া ঠিক মতো শুনতে পারতাম না। তবে এখন আর কোনও সমস্যা হবে না। আমি আমাদের অন্য স্কুলের বন্ধুদের কেও একথা জানাব। অডিও সিস্টেম আমাদের স্কুলেই প্রথম বসানো হল। আর আগে অন্য কোথাও নেই।

পড়াশোনায় যে একটি ছাত্রের চরিত্র গঠন করে না তার প্রমাণ মেলে এই স্কুলটিতে নাবালিকা বিবাহ হোক বা অন্য কোনও সামাজিক কাজ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এগিয়ে .এসেছে স্কুলের ছাত্র ছাত্রী থেকে শিক্ষক সকলেই আর তাই হযত্ বারে বারে খবরের শিরোনামে হোক বা মানুষের মনে জায়গা পেয়েছে এই স্কুলটি।

আক্রান্ত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভাপতি অনিরুদ্ধ হালদার (পার্থ) গত মঙ্গলবার রাত ১০টা নাগাদ সভা শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন। গড়িয়া স্টেশন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আসতেই পঞ্চসারের দিক তেকে আসা একটি উবের ট্যাক্সি এসে অনিরুদ্ধর গাড়ি আটকায়। অনিরুদ্ধর দেহরক্ষীর সঙ্গে মদ্যপ যুবকের বচসা পৌঁছায় হাতাহাতিতে। দুজন হামলাকারী দেহরক্ষীর সার্ভিস রিভলবার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। অনিরুদ্ধকে গাড়ি থেকে নামানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ছুটে আসে সোনারপুর উত্তরের তৃণমূলের যুব সভাপতি পাপাই দত্ত ও তার কর্মীরা। তারা দুজনকে ধরে ফেলে। বাকি দুজন পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে গ্রেফতার করে অবিনাশ সিং ও অভিষেক সিংকে। পাপাই দত্ত বলেন, এরা দুজনেই বিজেপির কর্মী গড়িয়া এবং যাদবপুরের বাসিন্দা। অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা (পূর্ব) বিজেপি সভাপতি ত্রিদিপ মণ্ডল ও সম্পাদক সুনীপ দাস। ওদের চেনেন না বলে তাদের দাবি।

সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দিরে ভক্তের দল

সঞ্জয় চক্রবর্তী : কথিত আছে শ্রাবণ মাসের এই শ্রাবণী তিথিতে শিবের পুজো করলে সকল মনের কামনা পূর্ণ হয়। ভক্তরা তাই ভক্তির দ্বারা ভগবানকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে। যেমন সারা শ্রাবণ মাস শিবের আরাধনার বিশেষ মাস বলে চিহ্নিত। সারা বছর শিবের পুজো হয় মন্দিরে মন্দিরে। কিন্তু এই শ্রাবণ মাসে দেশ–বিদেশে শিব ভক্তরা তাদের আরাধ্য দেবতার বিশেষ পুজোপাঠের আয়োজন করে। তাই যেমন বিখ্যাত শিব মন্দিরগুলিতে ভক্তদের ভিড় তাকে চোখে পড়ার মতো, তেমনি এলাকার ছোট বড় শিব মন্দির গুলোয় ভিড় থাকে নজরকাড়া। তেমনি হাওড়া জগৎবল্লভ পুর থানার অন্তর্গত সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দিরে সোমবার দিন ছিল নজরকারা ভিড়। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ছিল ভক্তের সমাগম। ছিল বিশেষ পূজা পাঠ। শ্রাবণী তিথির এই দিনটি ঘিরে ভগবানের প্রতি ভক্তের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

গ্রেপ্তার আট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৪ঠা আগস্ট রাত্রে তারাপীঠের দুটি লজ থেকে দেহব্যবসা চালানোর অভিযোগে তিন মহিলা,চার পুরুষ এবং এক হোটেল ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ধৃতদের রবিবার রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

তৃণমূলের কালা দিবস গড়িয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : অসমে এনআরসি তালিকা প্রকাশের প্রতিবাদে তৃণমূল সংসদদের ঢুকতে না দেওয়ায় বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে কালা দিবস পালিত হচ্ছে রাজ্যের সর্বত্র। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় গড়িয়ায় সি –৫ বাস স্ট্যান্ডেও কালা দিবস পালন করলেন সোনারপুর উত্তর বিধানসভার তৃণমূল যুব সভাপতি পাপাই দত্ত। ২ হাজার কর্মী মিছিলে যোগ দেয়। অংশগ্রহণ করে সোনারপুর উত্তর বিধানসভা গড়িয়া টাউন তৃনমূল, তৃণমূলের যুব সংগঠন, ছাত্র পরিষদ, জয়হিন্দ বাহিনী, এস, সি, এস, টি, ওবিসি সেল। কাউন্সিলরদের মধ্যে ছিলেন বিভাস মুখার্জী, পাপিয়া হালদার, অমরেশ সরদার, তরুণ কান্তি মন্ডল।

বাস দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার ভোর চারটে চল্লিশ নাগাদ সিউড়ি থেকে কলকাতার করুণাময়ীগামী সরকারি বাসের সঙ্গে কালিকান্দারের কাছে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হয় কুড়িজনের মতো বাসযাত্রী। সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খারাপ রাস্তার জন্য এই দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

সিপিএমের জেল ভরো ডায়মন্ড হারবারে

আনিশ উদ্দিন মোল্লা, ডায়মন্ড হারবারঃ দেশ, রাজ্য সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের জন নীতির বিরুদ্ধে জেল ভরো আন্দোলন হয়। জেল ভরো আন্দোলন ডায়মন্ড হারবার ১ নং ব্লকে এস ডি ও অফিসের সামনে জেল ভরো আন্দোলন করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সি পি এম। জেল ভরো আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন, বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী, প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি ও সি পি এম জেলা সম্পাদক শমিক লাহিড়ী। এই মিছিলে হাজারে হাজারে মানুষ এই মিছিলে যোগদান করেন। একটি ডায়মন্ড হারবার আর অন্যটি কাকদ্বীপ থেকে আসা দুটি মিছিল করে এস ডি ও অফিসের সামনে জমায়েত হয়। সেখানে কয়েক ঘন্টা বক্তব্য রাখেন সিপিএম এর বিভিন্ন নেতারা তারপর ওখান থেকে কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানা যায় পুলিশ সূত্রে।

বাম পরিষদিয় নেতা সুজন চক্তবর্তী জানান, দশ হাজার কর্মীকে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ গ্রেফতার করে তারপর তাদের নিঃশর্তে তাদের জামিনে মুক্ত করে দেওয়া হয় বলে জানান তিনি। এদিন দোস্তিপুরে বাম পরিষদীয় সুজন চক্রবর্তীর গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে এবং গাড়ি ও আটকায়। বেশ কয়েক বাম কর্মীদের মারধর করে গুরুতর আহত হয় কয়েকজন। এমনটাই অভিযোগ আনে সুজন চক্রবর্তী। ফলতা থেকে আসা বেশ কয়েকটি গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে। যদিওবা এই সমস্ত অভিযোগ উ।য়ে দিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন সুন্দরবনের প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি জানায় নারদা সারদা কাণ্ডে তৃণমূল কেন গ্রেফতার করছে না। সবই বিজেপি ও তৃণমূল এর মধ্যস্থতা এয় চলছে। তারই প্রতিবাদে আমরা জেল ভরার আন্দোলনে ডাক দিলাম। এদিন ডায়মন্ড হারবার অফিসের সামনে বেশ কিছুক্ষণ পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER
FALTA ICDS PROJECT, SAHARARHAR
FALTA, SOUTH 24 PARGANAS, PIN : 743504
Ph & Fax : 03174 225525, e-mail : cdpo.falta@gmail.com

Memo No. - 163/ICDS/Falta Date :- 10.08.2018

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited from the intending and bona fide Govt. Contractors for selection of authorized agent for (1) Storing of food stuff & other items for Anganwadi Centres and (2) Carrying those to different AW Centres under FALTA ICDS Project, South 24 Parganas.

Tender forms along with "Terms & Conditions" will be issued without any cost from 13.08.2018 to 27.08.2018 from the office of the undersigned on every working day from 11-00 AM to 2-00 P.M.

Intending tenderers must submit their tenders along with the relevant documents in the sealed drop box kept for receiving tenders at the office of the C.D.P.O. FALTA, from 13.08.2018 to 27.08.2018 up to 2-00 PM.

No Tender will be accepted if received through mail or received after 2-00 P.M. on 27.08.2018.

Tenderers and/or their authorised person will be allowed to be present at the time of opening of Tenders in the office chamber of the S.D.O. Diamond Harbour, on 27.08.2018 at 4:00PM.

Child Development Project Officer
FALTA ICDS Project
South 24 Parganas

264/ICDS/FLT/ 10/08/2018

মহেশতলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সংবর্ধনা

তাপস রায়, বেহালা : পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি মহেশতলা ব্লক শাখার উদ্যোগে মহেশতলা বিধানসভা কেন্দ্রের (১৫৫) নব নির্বাচিত বিধায়ক দুলাল চন্দ্র দাসকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও মহেশতলা ব্লক শাখাস্থিত ৪৭টি বিদ্যালয়ের ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক–উচ্চমাধ্যমিকে প্রতিটি বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় গত ৪ আগস্ট মহেশতলার উৎপল দত্ত মঞ্চে। মহেশতলা ব্লক শাখার সভাপতি নির্মল কুমার সরদার বলেন, আমাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য মহেশতলা পুর এলাকার প্রতি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিকাঠামো গড়ে তোলা। নির্মলবাবু আরও বলেন, সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, ওই সমস্ত বিদ্যার্থীদের যারা সংবর্ধিত হচ্ছে তাদের দেখে পরবর্তী পর্বের শিক্ষার্থীরা যাতে উৎসাহিত হয়। ওই সমস্ত শিক্ষার্থীরা যাতে ভাবতে থাকে তারাও যদি কোনওভাবে বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বর পায়, তাহলে তারাও এই দিদি–দাদাদের মতো সংবর্ধিত হবে। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত মহেশতলা বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক তথা মহেশতলা পুরসভার পুরপ্রধান দুলাল চন্দ্র দাস মহেশতলা পুর এলাকার প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য আহ্বান জানান। এদিনের এই শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, এই শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সভাপতি অজিত কুমার নায়েক, বজবজ, বিষ্ণুপুর ও মেটিয়াব্রুজ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যথাক্রমে অশোক দেব, দিলীপ মণ্ডল ও হাজী আবদুল খালেক মোল্লা, এই শিক্ষক সমিতির আলিপুর মহকুমার সভাপতি জনাব হায়বৎ আলি শেখ, মহেশতলা পুরসভার উপ–পুরপ্রধান জনাব আবু তালেব মোল্লা, মহেশতলা ব্লক শাখার ড. পল্লব কুমার দত্ত, শ্যামাপ্রসাদ নন্দ, ড. অসীমা মুখোপাধ্যায়, অমিত ভট্টাচার্য, আদিত্য হালদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

মরিয়া কেন্দ্রীয় এজেন্সি

প্রথম পাতার পর

কারণ ওপার বাংলার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত কওসের বা বোমা মিজান দীর্ঘদিন এ রাজ্যে থেকে বিস্ফোরক তৈরি করে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ পাঠাত। ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করে এ রাজ্যের সর্বত্র জেহাদি সদস্য সংগ্রহ করতে ছুটে বেড়াত। বাংলাদেশের জেহাদি সংগঠন জেএমবি এরাজ্যে মূল দায়িত্ব দিয়ে ছিল কওসেরকে।

সূত্রের খবর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হাওড়া ও কলকাতা বন্দর লাগোয়া এলাকাগুলোতে কওসেরের যাতায়াত ছিল। গোয়েন্দাদের অনুমান, এইসব জেলাগুলোতে ইতিমধ্যেই কওসের জেহাদি সংগঠনের জাল বিছিয়েছে। এনআইএ কওসেরকে নাগালে পেয়ে এবার জেহাদি সংগঠনের নিকটে পৌঁছাতে চাইবে। প্রসঙ্গ কওসের বা বোমা মিজানের মাথার মূল্য ছিল ১০ লক্ষ টাকা।

উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ওপেন করিডর

প্রথম পাতার পর

চলতি বছরের একেবারে গোড়ায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে ভুয়ো আধার ও ভোটার কার্ডে পাসপোর্ট চক্রের যে জাল ছড়িয়ে ছিল তা ইতিপূর্বেই পুলিশের হাতে আসে। তাতে এক পুলিশ কনস্টেবল সহ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়।

এ সত্ত্বেও আতঙ্ক কাটেনি। কারণ অনুপ্রবেশের ঘটনা এখনও অব্যাহত বলে গোয়েন্দাদের দাবি। তবে স্বাধীনতা দিবসের আগে বাংলাদেশি জেহাদি কওসর গ্রেফতার হওয়ায় সমগ্র উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (নর্থ) অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান। কারণ কওসরের অনেক অনুগামী ছড়িয়ে থাকতে পারে এই জেলায়, এমনটাই মনে করছে পুলিশ। উল্লেখ্য এই জেলায় ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে প্রায় এক হাজার কিমি কোনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। আবার ওইসব এলাকায় এমন কিছু বাড়িঘর আছে, যার অর্ধেক ভারতে ও অর্ধেক বাংলাদেশে পড়ছে।

সীমান্তের যেসব এলাকাগুলি জঙ্গি ও অনুপ্রবেশকারীদের কাছে ওপেন করিডর হিসেবে চিহ্নিত, সেগুলি হল স্বরূপনগরের হাকিমপুর, বিথারি, কৈজুরি, বসিরহাটের পানিতর। এছাড়া বাগদা, গাইঘাটা দিয়েও লোক ঢোকে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের মাধ্যমে জানা যায়। হাকিমপুর, কৈজুরি, বিথারি এলাকায় সীমানা নির্ধারণ করছে সরু সোনাই নদী। যেখানে সর্বসাকুল্যে হাঁটুজলের বেশি জল থাকে না। এসব এলাকা দিয়ে অনায়াসে পারাপার করে গরু, মানুষ, মালপত্র সবই। তবে গরু পাচার এখন অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হলেও অনুপ্রবেশ চলছে অবাধে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান। তবে কওসর গ্রেফতারের পর সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে নজরদারি ব্যাপক বাড়ানো হয়েছে বলে পুলিশ ও বিএসএফের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা এই জেলা সহ কলকাতা ও অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এই জেলার রেলপথকে বেশি নিরাপদ বলে মনে করে। একদিকে বনগাঁ ও অন্যদিকে হাসনাবাদ। ট্রেন ধরলে সরাসরি কলকাতা পৌঁছানো যায়। এ কারণে শিয়ালদহ এসআরপির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট জিআরপি থানাগুলিকেও নজরদারি বৃদ্ধির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ অনুপ্রবেশের ফাঁক গলে এই রেলপথ দিয়ে জঙ্গি ঢুকে পড়া অস্বাভাবিক নয় বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা মহল।

গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দরিদ্র অসহায় প্রান্তিক মানুষের জীবিকার সন্ধান পাইয়ে দিতে গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতি তার স্বেচ্ছাসেবক/স্বেচ্ছাসেবিকাদের নিয়ে যেমন নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে, তেমনি এইসব মানুষগুলি বৃদ্ধ বা প্রতিবন্ধী হয়ে পড়লে তাদের অন্ন–বস্ত্র–চিকিৎসা ও সংস্থানের ব্যবস্থাও তারা করছে। এই প্রসঙ্গে বারাসত নারায়ণ মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সহযোগিতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত গোবরডাঙা ও চাঁদপাড়ায় দুটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের উদাহরণই যথেষ্ট। স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক সমাজের চোখ খুলে দিয়ে বিবেককে বিদ্ধ করছে এঁদের নিরলস পরিশ্রম, পরার্থপর কর্মে আত্মনিয়োগ।

গত ৩১ জুলাই মঙ্গলবার সমিতির ঠাকুরনগর শাখায় এমনই একটি অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করল। নারায়ণ হাসপাতালের দুজন অভিজ্ঞ ডাক্তারসহ ছয়জনের একটি চিকিৎসক দল ঠাকুরনগর ও সন্নিহিত এলাকার ১০ জন অশীতিপর বৃদ্ধবৃদ্ধাসহ মোট ৯৫ জন দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র দেন। এখানে উল্লেখ্য, বারাসত ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারের মত নারায়ণ মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালও এই সমিতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিনামূল্যে এইসব স্বাস্থ্য শিবিরে তাঁদের পরিষেবা দিচ্ছেন, যা এলাকার মানুষের কাছে একটা বড় প্রাপ্তি। ঠাকুরনগর বাজার সমিতির সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল সমিতির প্রতিটি অনুষ্ঠানের মত এটিতেও উপস্থিত থেকে তাঁর সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেন।

মহানগরে

বরো স্ট্রেংথেনিং–এর প্রক্রিয়া জারি

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুরসংস্থার বাম পুরবোর্ড ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করেই ২০০৫–এর ২৪ সেপ্টেম্বর বরো 'স্ট্রেংথেনিং প্ল্যান' প্রস্তাব গ্রহণ করে। বর্তমান তৃণমূল পুরবোর্ড বরোগুলিকে 'স্ট্রেংথেনিং' করার জন্য বিগত ২০১৫–র নির্বাচনের পর থেকে কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে? ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুর প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর এক প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন ২০০৫–এর পরিলক্ষিত ভাবনার ওপর নির্ভর করে কখনই বর্তমান তৃণমূল পুরবোর্ড পরিচালিত হয় না। কারণ ২০০৫–এর ভাবনাচিন্তা যে ভ্রান্ত ছিল, ২০০৫–২০১০–এর পুরবোর্ড যে ভ্রান্ত ভাবনাচিন্তায় চলছিল, তা–ই তো ২০১০–এ পুরবোর্ড পরিবর্তনে কলকাতাবাসী কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বরো স্ট্রেংথেনিং করার জন্য সুশাসিত করার লক্ষ্যে ২০১৩ থেকে 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট' বা এস ডব্লু এম দফতরের পুনর্বাসন করা হয়েছে।

তাই দফতরের বরো প্রতি যাতে আধিকারিক নিয়োগ করা যায়, সেজন্য পদ সৃষ্টি এবং সেই পদগুলিতে নিয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ পুরসভার কাজ বেড়েছে। বরোগুলিকে 'শক্তসামর্থ্য' করার লক্ষ্যে, সংযোজিত এলাকার প্রয়োজনে ২০১৩–র ২৩ মে–র সভায় গৃহীত প্রস্তাবের কপি দেখলেই বোঝা যাবে চিফ ম্যানেজার, ম্যানেজার, ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে শুরু করে পিওন ও সিনিয়র পিওন পর্যন্ত পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বমোট ১৪৪টি পদ সৃষ্টি করা হয়। সেগুলিকে ধরে নিয়ে তারা বরো ভিত্তিক কাজ করেছে। ২০১৩–তে উপরিউক্ত এই ব্যবস্থার সূচনা হলেও সেই প্রক্রিয়া এখনো চলছে।

চিফ ম্যানেজার সমাজকল্যাণ এবং শহরী দারিদ্র্য দূরীকরণ দফতর বরোভিত্তিক কাজ করছে ও করে থাকে। এই সমস্ত ধারণা থেকে বোঝা যায় যে বরো 'শক্ত সামর্থ্য' করবার লক্ষ্যে আগের তুলনায় ভালো কাজ হচ্ছে। বরো অধ্যক্ষ–অধ্যক্ষা যে সমস্ত বিষয়–আশয়ের কথা বলেছিলেন সেগুলিকে পর্যালোচনায় রেখে কলকাতা পুরসংস্থা সামগ্রিক পরিকাঠামো পর্যালোচনা করে অনেক ব্যবস্থাই অতি সত্বর গ্রহণ করা হয়েছে।

দক্ষিণ কলকাতা বিজেপির যুব মোর্চা ও মহিলা মোর্চার উদ্যোগে এনআরসি নিয়ে ৪ আগস্ট দেশপ্রিয় পার্ক থেকে হাজরা মোড় অবধি এক বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন দক্ষিণ কলকাতা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি খোকন ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক শুভ ভট্টাচার্য, দক্ষিণ কলকাতার সভাপতি জীবন সেন, সাধারণ সম্পাদক সৈকত বক্সী, পারমিতা সিংহ রায়, মদনলাল সাহা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির যুব সভাপতি দেবজিত সরকার সহ পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা–নেত্রী সায়ন্তন বসু, তুষারকান্তি ঘোষ, লকেট চ্যাটার্জি সহ অন্যান্যরা। এদিন সকলেই বলেন অসমে অবৈধ বসবাসকারীদের অবিলম্বে ফিরে যেতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গেও এনআরসির আওতায় আনতে হবে, এই দাবিও তোলা হয় মিছিলে।

স্বর্ণকার শিল্পীদের প্রমাণপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি , কলকাতা : অখিল ভারতীয় স্বর্ণকার বিকাশ পরিষদ–এর উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা পরিষদ–এর ব্যবস্থাপনায় প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা অধীনে আর পি এল প্রোগ্রাম অন্তর্গত কারিগরদের সরকারি প্রমাণপত্র এবং স্বর্ণ হস্তশিল্পীদের কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে নির্মাণ আর্টিজেন কার্ড (কারিগর কার্ড) বিতরণ করা হল। গত ২৬ জুলাই বৃহস্পতিবার বিকালে কলকাতার মহাজাতি সদনে এক শীর্ষক অনুষ্ঠানে অখিল ভারতীয় স্বর্ণকার বিকাশ পরিষদ এবং জেমস জুয়েলারি স্কিল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া–র সহযোগিতায় পশ্চিমবাংলায় এদিন ২৮৮ জন কারিগরকে প্রমাণপত্র এবং কারিগর কার্ড দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে জীবনবিমা কোম্পানির উপনির্দেশক ই এম গুহ বলেন, ভারত সরকার স্বর্ণকারদের হস্তশিল্পকে কার্য করে হস্তশিল্পী আর্টিজেন কার্ডে তাদের লাভ নিযুক্ত করেছে। যার দ্বারা একজন কার্ড হোল্ডার স্বাস্থ্য বিমা, জীবন বিমা, ঋণ মুকুব ছাড় পাবে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপককে কোনও প্রদর্শনী করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বিনাব্যয়ে স্টল দেওয়া হবে।

হস্তশিল্প বিভাগের আধিকারিক এসকে গুপ্তা বলেন, স্বর্ণকারদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পুরস্কৃত হওয়ার পর পেনশন মিলবে আর্টিজেন কার্ডের ধারক ব্যক্তিরা। এই কার্ডের মাধ্যমে ঋণ মুকুব করা যাবে। এরই সাথে স্বর্ণকার কারিগরদের প্রধানমন্ত্রীর স্বীকৃতি দ্বারা জীবন জ্যোতি যোজনা বিমার অধীনে যুক্ত হবেন। ২০১৪ সাল থেকে ভারত সরকার হস্তশিল্পীদের এই গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি মর্যাদা দিচ্ছেন। স্থানীয় বিধায়ক সঞ্জয় বক্সি সর্বসম্মতি ক্রমে বলেন, এই সকল স্বর্ণকার শিল্পীদের পাশে সবসময় আছেন। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শ্রবণ কুমার সোনী, সভাপতি সাধন চন্দ, নিতাই চন্দ্র দে, বিজয় উপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ দীপক ভার্মা।

৪ আগস্ট কিশোর কুমারের ৯০তম জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেল থেকে হাওড়া সালকিয়া অবধি এক বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল সালকিয়া কিশোর কুমার মেমোরিয়াল কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে। অংশ গ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন নেতাসহ অভিনেতা, সাংস্কৃতিক জগতের কলাকুশলীরা। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি তথা তৃণমূলের খেলোয়াড়–মন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা। এদিন সকলে কিশোর কুমারকে মরণোত্তর ভারত রত্ন খেতাবের জন্য দাবি তোলে।

বাঙালির হাতেই গোড়াপত্তন হিন্দু মহাসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮৬৭ সালে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বাবু নবীনচন্দ্র রায়, রায়বাহাদুর চন্দ্রনাথ মিত্র ও স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (প্রাক্তন বিচারপতি, পাঞ্জাব হাইকোর্ট) নেতৃত্বে গঠিত হয় 'হিন্দুমেলা'। প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক বাবু নবীনচন্দ্র রায়। ব্রিটিশ শাসনে প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রাখতে এরপর ''মিত্র মেলা ও অভিনব ভারত'' নামে চলতে থাকে সক্রিয় কাজকর্ম। এই সময় ঋষি রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, প্রিয়নাথ বসু, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ সহ দেশের খ্যাতনামা, বিজ্ঞ মানুষ, সাধু–সন্ন্যাসী, রাজা, মহারাজা, জমিদার এবং জনসাধারণ হিন্দুমেলার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ। তাদের উদ্দেশ্য ভারতের মাটিতে ব্রিটিশ শাসনের চির অবসান ঘটানো। প্রকৃতপক্ষে একদিকে হিন্দুত্ববাদের জনক, অন্যদিকে পৃথিবীর সমস্ত হিন্দু সংগঠনের মাতৃস্বরূপা ও মাতামহী তুল্য। পরবর্তী সময়ে নাম পরিবর্তন করে হিন্দুমহাসভা নামকরণ করা হয়।

এই ঐতিহাসিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠন পরাধীন ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (ব্রিটিশ শাসকদের) বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন ভারতবর্ষ গঠনের লক্ষ্যে ১৮৮২ সালে আত্মপ্রকাশ করেন। পরাধীন ভারতবর্ষে প্রথম রাজনৈতিক দল হিসাবে ইতিহাস স্বীকৃত। ১৯১৫ সালে ১ বৈশাখ, পবিত্র হরিদ্বারে এক সম্মেলনে বঙ্গের কৃতী সন্তান মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর প্রস্তাবে সর্বসম্মতি ক্রমে এই সংগঠনের নামকরণ হয় 'অখিল ভারত হিন্দুমহাসভা'। রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ রূপে সর্ব সম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, শ্রীমন্ত রাজা রামপাল সিং, আর্য্য সমাজের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, শংকরাচার্য্য ডাঃ কৃতকোঠি, এন. সি. কেলকর, লালা লাজপত রায়, রাজা নরেন্দ্র নাথ, ডাঃ বালকৃষ্ণ মুঞ্জে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ভাই পরমানন্দ, বৌদ্ধ ভিক্ষু উত্তম, শংকরাচার্য্য ভারতীকৃষ্ণ তীর্থ, স্বতন্ত্রবীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর, ডাঃ নারায়ণ ভাস্কর খাড়ে, বিজয় রাম রাঘবাচার্য্য, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, লক্ষ্মণ বলবন্ত ভোপটকর, নাথরাম গড়সে, কেশববলীরাম হেডগেওয়ার, নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জী, প্রফেসর রাম সিং, প্রফেসর বি. জি দেশপান্ডে, এন. এন. ব্যানার্জি, মহন্ত দ্বিগবিজয় নাথ, যোগী আদিত্যনাথ, হিমানী সাভারকার, ব্রজেশ নারায়ণ, বিক্রম নারায়ণ সাভারকার, এম আর দান্তে, বালারাও সাভারকার, শিব শরণ ও দিনেশচন্দ্র ত্যাগীদের মতো বরেণ্য নেতাদের নেতৃত্বে, দেশ–জাতি ও ভারতীয় সংস্কৃতির অতন্দ্র প্রহরী রূপে হিন্দু মহাসভা কর্মীরা দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে আসছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুমহাসভা নেতা–কর্মীদের রয়েছে স্বর্ণজ্জ্বল ভূমিকা ও অবদান।

বাঙালি যাঁরা শীর্ষে ছিলেন

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (১৯১৫)

রামানন্দ চ্যাটার্জী (১৯২৯–১৯৩১)

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী (১৯৪৩–১৯৪৪)

নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জী (১৯৫২, ৫২, ৫৪)

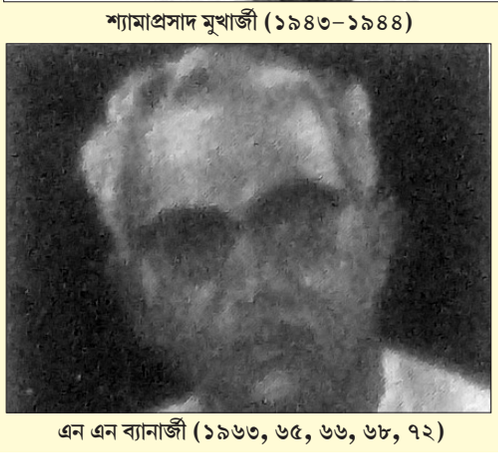

এন এন ব্যানার্জী (১৯৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭২)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, হিন্দুমহাসভায় জাপান শাখায় সভাপতি বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে গঠিত হয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আই.এস.এ.) উপ–মহাদেশের গৌরব নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে আইএনএর দ্বায়িত্ব অর্পণের পর, স্বাধীনতা পাগল এই সামরিক বাহিনীর নামকরণ হয়, ''আজাদ হিন্দ ফৌজ''।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, হিন্দুমহাসভায় জাপান শাখায় সভাপতি বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে গঠিত হয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আই.এস.এ.) উপ–জন্য ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর দর্পে আতঙ্কিত হয়ে, গঠিত হয় ''বাউন্ডারি কমিশন।'' দ্বি জাতি তত্ত্বে উপাসকদের সম্মতিতে উক্ত কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে হুগলি নদীর পূর্বপার কলকাতা পর্যন্ত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে নদিয়া, ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থানে উড়তে থাকে পাকিস্তানি পতাকা। এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে হিন্দু মহাসভা। স্বতন্ত্র বীর সাভারকারের পরামর্শে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জির নেতৃত্বে হিন্দুমহাসভা কর্মীদের দুর্বার আন্দোলনের ফলে, কলকাতাসহ হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল ভারতভুক্ত করা হয়। গঠিত হয় ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ নামক এই রাজ্যে সৃষ্টির মূল কারিগর হিন্দুমহাসভার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি।

হিন্দু মহাসভার ঐতিহাসিক কার্যকলাপগুলি নজর কাড়ে

পরাধীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন আদালতে পার্সি ভাষায় কাজকর্ম হতো। ১৮৮২ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত হিন্দুমহাসভার প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলে, সেই সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ শাসকরা বাতিল করতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ সরকার গঙ্গা নদীর প্রবাহ রুদ্ধ করার চেষ্টা করে। হিন্দু মহাসভা ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলনের ফলে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ভারত ভাগের বলি পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু শরণার্থীদের সেবায় হিন্দু মহাসভা কর্মীরা আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫০ সালে ভগবান রামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যায় হিন্দুমহাসভা কর্মীরা প্রকট উৎসব সফলতার সাথে পালন করেন এবং রাম মন্দির নির্মাণের জন্য বর্তমানে আদালতে হিন্দুমহাসভা লড়াই করছে।

১৯৫৬ সালে মথুরায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও কাশী বিশ্বনাথ মন্দির উদ্ধারের আন্দোলন হিন্দুমহাসভা শুরু করেন। ১৯৯৩–১৯৯৪ সালে, রামকৃষ্ণ মিশন নিজেদের অ–হিন্দু ও সংখ্যালঘু বলে ঘোষণা করেন। হিন্দুমহাসভা এর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়। এরপর তারা নিজেদের হিন্দু বলে স্বীকার করেন। প্রবাসী হিন্দুদের সেবা কার্য্যের জন্য জাপান, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মরিশাসে হিন্দুমহাসভার শাখা স্থাপন করা হয়েছে। গত ২০১৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সভাপতি রাজ্যশ্রী চৌধুরীর আবেদনক্রমে পশ্চিমবঙ্গ বকরি ঈদে গো হত্যা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে কলকাতা উচ্চ আদালতের আদেশে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ এই আদেশ কার্যকরী না করায় বিভিন্ন মহলে এ বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

অখণ্ড ভারতের প্রথম রাজনৈতিক দলের শীর্ষে বাঙালি

প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন সম্বর্ধনাতে সম্বর্ধিত হয়েছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'প্রাইড অফ ইন্ডিয়া' খেতাবেও তাঁকে সম্মানিত করা হয়। এবার তার মুকুটে যুক্ত হল অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় সভাপতির পালক।

এদিন মঞ্চে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ঘোষণা করলেন সভাপতি। তিনি দাবি করলেন ভারতীয় সেনার নাম বদলে করা হোক ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। এছাড়াও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর তদন্তের দাবি করেন তিনি। ভারতকে কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসার দাবিও করা হয়।

তাঁর দাবি ভারতের আইনকানুন এখনও ব্রিটিশদের তত্ত্বাবধানেই চলছে। সেই সব আইন বদলানো প্রয়োজন। বিভিন্ন বইতে বিপ্লবীদের বিভিন্নভাবে সন্ত্রাসবাদী বলেও অভিহিত করা হয় তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। নেতাজি সংক্রান্ত যাবতীয় ভুল প্রচার অবিলম্বে সরকারকে বন্ধ করার পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি আরও দাবি করেন, রাম মন্দির গঠন করতে গেলে সামাজিক ও আইনগত ভার পড়বে হিন্দু মহাসভার ওপরেই। অর্থাৎ এখন অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ভবিষ্যৎ একজন বাঙালির হাতে। তিনি বলেন, রাম কোনও ধর্মের হতে পারে না। রামরাজ্য সুশাসনের প্রতীক। কাজেই রামকে ধর্মের গণ্ডিতে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। তাই হিন্দু মহাসভা রাজনীতি করবে না, রাজধর্ম পালন করবে। এই মঞ্চ থেকে এদিন অখণ্ড ভারত গঠনেরও দাবি ওঠে।

এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান সমেত সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সহ সব কটি রাজ্য থেকে হিন্দু মহাসভার সদস্য ও প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন এই মহতী অনুষ্ঠানে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকেও সম্মানীয় অতিথিরা উপস্থিত হন।

দেশ–দেশান্তরে

চলে গেলেন করুণানিধি

কয়েক মাস আগেই তামিলনাড়ু দেখেছিল তাদের আম্মা জয়ললিতার চিরপ্রস্থান। এবার কালাইনার করুণানিধি। তামিলনাড়ুর ৫ বারের মুখ্যমন্ত্রী ও ১১ বারের বিধায়ক আমৃত্যু ডিএমকে–র সভাপতি এম করুণানিধি ৯৪ বছর বয়সে চলে গেলেন পরলোকে। তামিলনাড়ু চলচ্চিত্রেও তাঁর অবদান ভুলে যাওয়ার নয়। তিনি চিরকালই বর্ণময়। মৃত্যুতেও তার ছাপ রেখে গেলেন দেশে। সারা দেশ যখন শোকে মুহ্যমান, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যখন জাতীয় শোক ঘোষণা করেছে তখন কালাইনারের অন্তেষ্টির জমি নিয়ে চলেছে অভূতপূর্ব টানাপোড়েন। গোপালাপুরমের বাড়িতেই দেহ থাকে সারা রাত। ডিএমকে চায় মারিনা বিচ। এডিএমকে সরকার চায় আন্না মণ্ডপম। শেষ পর্যন্ত..... সম্মতি জানায় হাইকোর্ট।

সারা দেশেই নাগরিকপঞ্জীর দাবি

অসমে জাতীয় নাগরিক পঞ্জীর খসড়া প্রকাশ নিয়ে দেশের রাজনীতি যখন উত্তাল, ক্ষোভ বিক্ষোভ চলছে মানুষের মধ্যে তখন বিশ্ব হিদু পরিষদ দাবি তুলেছে সব রাজ্যেই নাগরিক পঞ্জীর প্রকাশের। তাদের বক্তব্য শুধু অসমেই নয় অবৈধ অনুপ্রবেশ কারীরা ছড়িয়ে রয়েছে প্রত্যেকটি রাজ্যে।

স্বাভাবিক বাংলাদেশের পথ বিক্ষোভ

ছাত্র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজপথে পড়ুয়া বিক্ষোভ শান্ত হতে শুরু করেছে। পরিস্থিতিও স্বাভাবিক হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের যান চলাচল যে নিয়ন্ত্রণহীনতায় ভুগছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে পর্যটকদের অভিজ্ঞতাও একই রকম। তবে কয়েক মাস বাদে হতে যাওয়া বাংলাদেশের নির্বাচনে ইস্যু হতে পারে এই বিক্ষোভ।

আমেরিকা–ইরান বিবাদ

কয়েকদিন আগে ট্রাম্প ইরান বৈঠকের পর আশা জেগেছিল পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে টানাপোড়েন এবার মিটতে চলেছে। বৈঠক থেকে বেরিয়ে তেমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্টও।

কিন্তু ট্রাম্প যে কোনও পূর্বাভাসের বাইরে তা প্রমাণ হল ইরানের প্রতি গত মঙ্গলবার জারি করা কড়া নিষেধাজ্ঞায়। ভারত পড়েছে দোটানায়। তেল কিনবে কার থেকে। চাপ দিচ্ছে ইরান, হুমকি দিচ্ছে আমেরিকা। শুরু হয়েছে কূটনৈতিক তৎপরতা।

অনিশ্চয়তায় ইমরানি শপথ

কথা ছিল আগামী ১১ আগস্ট পাকিস্তানের প্রেসিডেট হিসাবে শপথ নেবেন ইমরান খান। কিন্তু নানা জটিলতায় তা সম্ভবত বানচাল হতে চলেছে। প্রকাশ্যে ভোট দিয়ে পাঁচটির মধ্যে দুটি কেন্দ্রে ফল প্রকাশে বাধা হয়েছেন ইমরান নিজেই। এছাড়াও নানা মামলায় ডাকাডাকি এখনও চলছে। অবশেষে জট কাটে কিনা সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

মাঙ্গলিকী

নান্দীরঙ্গর নাটক রক্তকরবী

নির্দেশনা : তিতাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর

আলোচক : কৃষ্ণচন্দ্র দে

কবিগুরুর রক্তকরবী বহু

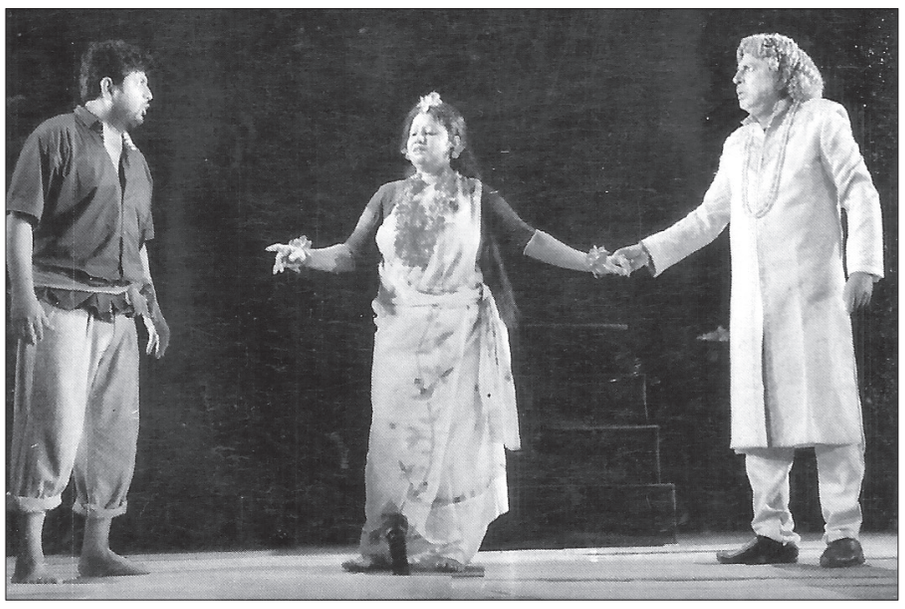

অভিনীত মঞ্চ সফল নাটক। সবার আগে জামাইবাবুর হাত ধরে নাটকটি দেখেছিলাম। যদিও তখন নাটক বিষয়ে মোটেই সচেতন ছিলাম না। এরপর অনেক নাট্যদলের অভিনীত রক্তকরবী দেখেছি। যথা– অর্ঘ– পূর্বপশ্চিম– চারুরঙ্গ প্রযোজিত অভিনয়ও দেখেছি। প্রত্যেকটি নাটকে আঙ্গিক একেবারে আলাদা আলাদা। পৃথিবীর বুক চিরে বিভিন্ন ধাতু সোনা–রূপা, লোহা, কয়লা এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতু পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য উত্তোলন এবং তাকে শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার যে যত বেশি করতে পারছে সে দেশ তত বেশি সভ্য। উন্নত দেশের তকমা তাদেরই জোটে। যারা এই কাজে শ্রমিক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের মানুষের সত্তাই ক্রমে ক্রমে লোপাট হয়ে গিয়ে শুধু সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট নম্বর এবং কন্ট্রোল নম্বর দিয়েই শ্রমিকের পরিচয়, যা কিনা কবির ভাষায় উনসত্তরের বাঙ ইত্যাদি। দিনে দিনে তৈরি হয়েছে শ্রমিক–মালিক– শোষণ নামক কতগুলি শব্দের। তৈরি হয়েছে নানা সমস্যা এবং জাঁতাকলের। শ্রমের লোভে গ্রাম থেকে মানুষের শহরে ভিড় যেমন তৈরি করেছে বাস্তু সমস্যা তেমনি তৈরি হয়েছে শ্রমিক কলোনি বা শ্রমিক বস্তির। গ্রাম হয়েছে অবহেলিত। হাতুড়ি গাইতির টঙ্কারে মানুষ ভুলতে বসেছে নবান্নের উৎসব বা পৌষের গান। সৃষ্টি হয়েছে দালাল চক্র, ঠিকাদার, ইজারাদার, পত্তনিদার, কনট্রাকটর প্রভৃতি পেশার। কবিগুরুর ভাষায় যা কিনা সভ্যতার সংকট নামে পরিচিতি লাভ করেছে। তাই নন্দিনীর মতো রাজাকেও অচলায়তন ভেঙে ডাক দিতে হয়েছে মানুষের জয়গানে। দড়ি ধরে মার টান রাজা হবে খান খান। নন্দিনী–বিশু পাগল এবং রঞ্জন কবিগুরুর অনবদ্য সৃষ্টি। নান্দীরঙ্গ এবার এই দুরূহ কাজের দায়িত্ব তিতাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ছেড়ে দিয়েছে। তিতাস নান্দীরঙ্গের বহুদিনের পুরানো কর্মী। এবারে রক্তকরবীর নির্দেশক হিসাবে আত্মপ্রকাশ। ১৯২৬ সালে লেখা নাটক আজও বড় প্রাসঙ্গিক। নন্দিনীর মতো মেয়ে যে ভালবাসার, সত্যের প্রতীক আজ যে আমাদের তার বড়ই প্রয়োজন এই লোভলালসা পূর্ণ ভালবাসাহীন এক পচে যাওয়া সমাজের। আজকের প্রজন্মের কাছে তাদের মতো করে এই বার্তাই পৌঁছে দিতে চেয়েছে নির্দেশক। তাই যক্ষপুরী কোনও কাল্পনিক রূপ কথার ভাণ্ডার নয়, যেখানে মাটির নীচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে। তার সন্ধান পেতে পাতালে সুড়ঙ্গ খোদাই চলছে প্রতিনিয়ত। তাই লোকে একে বলছে যক্ষপুরী। যক্ষপুরীর রাজা ও তার সিস্টেমের নিবন্ধে বন্দি। তাই তার দরকার ছিল কেউ ক্রমে তার সিস্টেমের জাল ছিন্ন করে তকে মুক্ত করুক। নন্দিনী সেটাই করে। শেষ পর্যন্ত রাজা নন্দিনীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। কিন্তু এতো দিনের তৈরি করা সিস্টেম তার শাসনযন্ত্র তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

তিতাস নতুন আঙ্গিকে নাটকটিকে ঢেলে সাজিয়েছে তার নিজের মতন করে। নাটকে এ ধরনের পরীক্ষা নিরিক্ষা সব সময়েই স্বাগত। ভাল লেগেছে নাটকে সেলুলয়েডের সুষ্ট ব্যবহার। মঞ্চ সজ্জা আলোকসম্পাত নাটকের মূল সুরটি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। অভিনয়ে নির্দেশক তিতাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর তার প্রাণের নন্দিনী চরিত্রকে ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে নিজেকে উজার করে দিয়েছে। তেমনি বিশু পাগল চরিত্রে শুভংকর ভট্টাচার্য নিজেকে ছাপিয়ে গিয়েছে কণ্ঠের মধুরতায়। বিশু পাগল তিতাসের ভাল কালেকসান। ফাগুলাল, চন্দ্রা এবং সর্দার এর ভূমিকায় যথাক্রমে সুমন মুখার্জী, মিতা রায়, অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ ভাল বেশ ভাল কাজের নিদর্শন রাখলো। তিতাসকে শুধু বলবো গানের সাথে সাথে একটু নাচের তালিম নিতে।

বলতে কোন দ্বিধা নেই নান্দীরঙ্গের এই প্রযোজনাটি ভিন্ন আঙ্গিক ও পরীক্ষাধর্মী উদ্যোগ।

জাদুকর ডাঃ সন্ময় গাঙ্গুলির স্মরণে ম্যাজিক অথরিটি অব ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ জুলাই, ২০১৮ ম্যাজিক অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আহ্বানে সদ্য প্রয়াত জাদুকর ডাঃ সন্ময় গাঙ্গুলির স্মরণ সভায় ২৯ জন জাদুকর উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গত ১৬ জুন ডাঃ গাঙ্গুলী প্রয়াত হয়েছেন। স্মরণ সভার শুরুতে এক মিনিটের জন্য সকলে নীরব থেকে তাঁকে স্মরণ করেন। তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সকলে। সংগঠনের সভাপতি জাদুকর দেবাশিস সাহারায় জাদুকর গাঙ্গুলীর অকাল প্রয়াণে জাদু ও চিকিৎসা জগতের অপূরণীয় ক্ষতির কথা অকপটে স্বীকার করেন। উপস্থিত জাদুকরদের স্মৃতিচারণ করার জন্য আহ্বান জানান।

প্রথমে বক্তব্য রাখেন বিখ্যাত জাদুকর অ্যামেজিং ডেভিড যিনি ডাঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে জাদু পরিবেশন করে সংগৃহীত অর্থ দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার জন্য দানের কাজে যুক্ত ছিলেন। ক্রমে বক্তব্য রাখেন জাদুকর অনিন্দ্য কিশোর, জাদুকর এম এন মুখার্জী, জাদুকর ও আইনজীবী মানস সিনহা, জাদুকর স্বরঃক্ষেপক শিল্পী তন্ময় অধিকারী, জাদুকর প্রভাত, জাদুকর ও সাংবাদিক অরুণ ব্যানার্জী, জাদুকর বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ। সংগঠনের ফ্রেন্ড ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড জাদুকর ডঃ পি সি সরকার (জুনিয়র) অসম থেকে টেলিফোনে স্মৃতিচারণ করেন এবং তা শব্দ বিবর্ধক যন্ত্রের মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছে যায়। অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাদুকর ও অভিনেতা তন্ময় কর্মকার, সুদূর বাংলাদেশ থেকে আগত জাদুকর পি কে বর্মণ, জাদুকর সি রাজা, জাদুকর সত্যদ্বীপ ব্যানার্জী, সাংবাদিক ও জাদুপ্রেমী মেঘনাদ দাস, জাদুকর অপু চ্যাটার্জি প্রমুখ। জাদু পরিবেশন করেন বালক জাদুকর অগ্নিকল্প ও যুবা জাদুকর আশিস মুখার্জি। সংগঠনের সম্পাদক নাট্যকর্মী আশিস মুখার্জী সঞ্চালনায় ছিলেন। স্মৃতিচারণে উঠে আসে মানব দরদী চিকিৎসক জাদু গবেষক অভিনেতা ও শৌখিন জাদুকর ডাঃ গাঙ্গুলীর জীবনের বিভিন্ন দিক– বিষয়গুলির

সাক্ষী হয়ে থাকল। সংগঠনের তরফ থেকে আয়োজিত ২য় জাদুচর্চার আড্ডা ডঃ গাঙ্গুলীর প্রতি উৎসর্গিত হয়ে থাকল। আলিপুর বার্তার ৭ই জুলাই, ২০১৮ তে প্রকাশিত জাদুচর্চার আড্ডার প্রথম জমায়েত এর সংবাদ পাঠ করেন সম্পাদক আশিস মুখার্জী। ম্যাজিক অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার বিগত জাদু সম্মেলনে জাদুকর সন্ময় গাঙ্গুলীর জাদু শেখানো ও গালা শো তে দেখানো দড়ির ম্যাজিক–এর ভিডিও ক্লিপিং দেখানো হয়।

এদিন জাদুকর আশীস মুখার্জী তাঁর জনপ্রিয় রিং অ্যান্ড রোপ রুটিনটি দেখান। ইংল্যান্ডের জাদুকর টনি গ্রিফিত–এর অ্যান 'ইনভাইটেশান টু মিস্ট্রি' বইতে এই রুটিন প্রথম প্রকাশিত হয়। তারই ফটোকপি বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ ব্যানার্জী জাদুকর আশিস মুখার্জীকে এদিন উপহার দেন।

স্মরণ সভার সমাপ্তি ঘটল 'অন্তর মম বিকশিত কর' শাশ্বত গানটির সমবেত পরিবেশনের মাধ্যমে!

বরানগর মঠে গিরিশ বন্দনা

শ্রেয়সী ঘোষ : বাংলা নাট্যজগতের নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্মের সার্ধশতবর্ষ সমাগত। সেকথা মনে রেখে গত ৩১ জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় 'বরানগর রামকৃষ্ণ মঠে' গিরিশচন্দ্র ঘোষকে নিয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হল। 'গিরিশচন্দ্র : কথায় ও গানে' শীর্ষক অনুষ্ঠানের শিল্পী ছিলেন প্রখ্যাত অধ্যাপক ও চলচিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। এক ঘন্টার এই অনুষ্ঠান শিল্পী শোনালেন গিরিশচন্দ্রের জীবনের বেশ কিছু স্মরণীয় ঘটনা। বিশেষ গুরুত্ব পেল গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কের কথা। বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে শিল্পী তাঁর সুললিত কণ্ঠে শোনালেন কিছু গান যার মধ্যে ছিল : 'হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম', ''বলো কেমন মা তা কে জানে'', ''দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে'', ''জুড়োইতে চাই কোথায় জুড়াই'', ''কেশব কুরু করুণা দিন'' প্রভৃতি গান গুলি। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করলেন কল্যাণ চক্রবর্তী এবং পার্কাসনে অরুণ দত্ত। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে ভক্ত দর্শকেরা উপস্থিত থেকে শুনলেন এই গিরিশ বন্দনা।

ভূপেন্দ্র কুমার দে স্মরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বছর ২০ জুলাই পরলোক গমন করেন বিশিষ্ট আইনজীবী, সমাজসেবী ভূপেন্দ্র কুমার দে। জন্ম ১২ জুন ১৯৩৩। তাঁর পরলোক গমনের ১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মৃত্যু তিথিতে তাঁর সুযোগ্য পুত্র তথা সিএবি–র কোষাধ্যক্ষ বিশ্বরূপ দে এক স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন বিপীন বিহারী স্ট্রিটের 'দ্য রিফিউজি ক্যাম্পাসে' ৮ আগস্ট এবং ৯ আগস্ট দুদিন ব্যাপী। ৮ আগস্ট সন্ধ্যে ৬ থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত তাঁকে স্মরণ করতে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিভিন্ন গুণী জনেরা। এছাড়া মনোময় ভট্টাচার্যের গানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয় এরপর ৯ আগস্ট ইসকনের ব্রহ্মচারীদের দ্বারা ভজন এবং কীর্তন হয় সন্ধ্যায় এদিনও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন গুণীজনেরা। ভূপেন্দ্র কুমার দে সমাজে যেসব দান করে গিয়েছেন তা ভোলবার নয়। তিনি দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন যা এখনও চলছে। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট হিসেবে প্রচুর মানুষ সুষ্ঠ বিচার পেয়েছে। রিফিউজি যখন বিপদে পড়েছিল তখন তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে তুলে ধরেছিলেন। হাইকোর্ট থেকে সমাজে যখন যেখানে অন্যায় হয়েছে তিনি ছিলেন নির্ভয়ে প্রথম সারিতে। জনপ্রতিনিধি হওয়ার সুবাদে তিনি বহু মানুষকে সাহায্য করেছেন। বন্যা, ভূমিকম্প দুর্গতদের পাশেও তিনি সদা ছিলেন। তাঁকে কুর্নিশ।

উল্লেখ্য, ভূপেন্দ্রকুমার দে ছিলেন আলিপুর বার্তার সহযোদ্ধা। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বর্গীয় তরুণ ভূষণ গুহর এই 'ভূপেনদা' আলিপুর বার্তা এবং নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সুখ দুখের সাথী। আমাদের তরফ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান সাংবাদিক প্রিয়ম গুহ, তাঁর স্বর্গীয় আত্মার শান্তি কামনা করি।

সম্প্রতি আদ্যাপীঠের মন্দিরে এক অনুষ্ঠানে দুঃস্থদের বিনামূল্যে বিতরণ করা হল ১০টি হুইল চেয়ার ৩৫টি ট্রলি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আদ্যাপীঠ মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই।

সেবা ফার্মার্স সমিতির সাহিত্য সভা

গোবরডাঙা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ আগস্ট, শনিবার গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতি তাঁদের মূখ্য কার্যালয়ে এক মহতী সাহিত্যসভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট গল্পকার ঋতুপর্ণ বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অতীত দিনের বাংলাসঙ্গীত জগতের নক্ষত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র প্রথিতযশা সঙ্গীতজ্ঞ তপন কুমার মুখোপাধ্যায়, যাঁকে সমিতির সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা বিশেষ সম্বর্ধনা দেন। প্রধান অতিথি ছিলেন গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের সদস্য বিশিষ্ট সাংবাদিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক রামমোহন দত্ত।

উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পর প্রথমেই দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মাসিক বৃত্তি ও শিক্ষাসামগ্রী প্রদান করা হয়। বিশিটে অতিথিবর্গ ও সংস্থার সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার ছাত্রছাত্রীদের হাতে এগুলি তুলে দেন। বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রীকমলকৃষ্ণ পাইক শিশুদের মনে সাহিত্য ভাবনা কিভাবে বিকশিত করা হচ্ছে তাঁর এবং আরও কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার বিবরণ দেন। এই প্রথম আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক যথা গৌতম গাঙ্গুলি, হিমাংশু কুমার মিস্ত্রি, শিক্ষানুরাগী মনোরঞ্জন মুখার্জি, তেয়াবুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এই সমস্ত শিশুর স্বরচিত রচনা তাঁরা 'গঙ্গাফড়িং' নামে একটি বইয়ে সংকলিত করে প্রকাশ করেছেন, এ কথাও জানান। এইসব শিশুদের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠা দেবনাথ, জয়শ্রী দাস, হেনা মণ্ডল, সায়ন্তনী সাহা প্রমুখ স্বরচিত কবিতা পাঠ করে।

সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার তাঁর ভাষণে বলেন, সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে গেলে শিশুমনে সাহিত্য ভাবনা বিকাশের প্রয়োজন। শিশুদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য তিনি তাদের লেখা সংকলিত করে একটি বই প্রকাশের প্রস্তাব করেন। এইভাবে তারা ভবিষ্যতের বিশিষ্ট লেখক–লেখিকা হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। তিনি প্রতিমাসের প্রথম শনিবার সমিতির প্রধান কার্যালয়ে একটি করে সাহিত্য সভার আয়োজন করার প্রতিশ্রুতি দেন যেখানে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সাথে একই মঞ্চে শিশুরা তাদের লেখাও পাঠ করতে পারবে।

সভাপতি ঋতুপর্ণ বিশ্বাস সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদারের ভাবনা চিন্তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন মানবতার বিকাশে ও সুস্থ সংস্কৃতিবান সমাজ গঠনে এই সমিতি একদিন ভারতবর্ষের মধ্যে নিজের জায়গা করে নেবে। তিনি উপস্থিত শিক্ষক যাঁরা শিশুদের সাহিত্য ভাবনায় উৎসাহ দিচ্ছেন, তাঁদের ধন্যবাদ দেন। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা ও অনুগল্প পাঠ করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্যামাপ্রসাদ দাস, পাঁচুগোপাল হাজরা, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্ম, তপন বিশ্বাস, হরষিত রায়, অর্চনা দে বিশ্বাস, পলাশ মণ্ডল, অলোকানন্দ বসু, সুব্রত সাহা প্রমুখ। শিশুশিল্পী নবনীতা মণ্ডল সঙ্গীত পরিবেশন করে।

তপন কুমার মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত একাধিক সঙ্গীত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠানটিকে আলাদা মর্যাদা দান করে।

খবর আন্দুল পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ পূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত রবিবার 'খবর আন্দুল' পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আন্দুল ঝোরহাট হরি সেবা মঞ্চ সভাগৃহে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন– শান্তি কুমার চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক শাহজাহান সিরাজ,স আরাফুল ইসলাম, অমর নস্কর। সকলেই সোশ্যাল মিডিয়ার আগ্রাসন এড়িয়ে পত্রিকার দীর্ঘায়ু কামনা করেন। 'খবর আন্দুলে'র সম্পাদক তুলে ধরেন পত্রিকার জন্ম লগ্নের কথা। উঠে আসে ৫ বছর ধরে পথ চলার নানা ওঠাপড়ার কথা। পত্রিকার তরফে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথ খাঁড়া ও মদন মোহন। সবশেষে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার একটি প্রেক্ষাগৃহে 'ডন নং ১' ছবির প্রিমিয়ার শো–এ উপস্থিত ছবির প্রযোজক কবিতা নস্কর ও ছবির নায়ক পলাশ কুমার।

ঐতিহাসিক গাজি সাহেবের মেলা

অকারণ মুখোপাধ্যায় ঃ বাদশাহ চন্দন সাহার ছেলে মধ্যযুগের পীর হজরত গাজি সৈয়দ মুবারক আলি শাহ (গাজিবাবা) ছিলেন দিল্লি নিবাসী। বেলে গ্রামের আদমপুরের জঙ্গলে তাঁর জন্ম। খুব ছোট্টবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সংসার বিমুখ।তার দুটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল। দুঃখী গাজি ও মেহের গাজি। আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় মুবারক সংসার ত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে ঘুটিয়ারি শরিফের কাছে বিদ্যাধরী নদীর তীরে নারায়ণপুর গ্রামে আশ্রয় নেন। তারাহেদে নামে একটি দিঘীর পাড়ে আস্তানা গাড়েন।

জানা যায় তৎকালীন জমিদার রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে এলাকা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। পরে ধোয়াঘাটা গিয়ে হেলা খাঁ নামে অপর এক জমিদারের কাছে আশ্রয় নেন। এরই কাছাকাছি কুড়ালীর সাপুর গ্রামে একটি মরা শ্যাওড়া গাছের তলায় নিয়মিত বসতেন। বেশ কয়েকদিন পর আশ্চর্যজনক ভাবে ওই মরা শ্যাওড়া গাছের পাতা,ফল ,ফুল ফোটায় স্থানীয় লোকজন তাঁকে শ্রদ্ধা করতে থাকেন। সেই সময় রাজা মদন রায় এক গুরুতর সমস্যায় পড়েন এবং জেল খাটতে হবে নিশ্চিত জেনে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। সে যাত্রায় ত্রাতার ভূমিকা পালন করে মুবারক তাঁকে বাঁচিয়ে ছিলেন। রাজা মদন রায় খুশি হয়ে তাঁকে ঘুটিয়ারি শরিফে ৪৫২ একর জমি পাট্টা দিয়েছিলেন। মুবারকের বড় ছেলে দুঃখী তাঁর খোঁজ করতে করতে ধোয়াঘাটায় গাজি বাবার সন্ধান পায়। বাবা কে কাছে পেয়ে ছেলে আনন্দিত হয়ে বাবা সাথে থাকতে শুরু করে। ১৭০৭ সালে মহামারী মন্বন্তর হয়। সেই সময় অনাবৃষ্টির কারণে চাষ–আবাদ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুঃখী গ্রামবাসীরা মুবারক কে বলেন বাবাজী এখনও বৃষ্টি হল না। ছেলেপুলেরা কি খাবে? তিনি ব্যথিত হয়ে ৭ই আষাঢ় ঘুটিয়ারি শরিফে আড়াই কুপ(আড়াই কোদাল) একটি পুকুর খনন করেন এবং মক্কা শরিফের আল্লার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে একটি ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে ধ্যানে বসেন। সেই সময় ভক্তদের তিনি বলেছিলেন যতদিন পর্যন্ত বৃষ্টি না হবে ততদিন পর্যন্ত তাঁর ঘরের দরজা যেন কেউ না খোলেন।সেই সময় একদল পাঠান তাঁর হাজত নিয়ে ধ্যানমগ্ন ঘরের বন্ধ দরজার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর মুবারকের কোনওরূপ সাড়া না মেলায় অধৈর্য হয়ে তারা ঘরের দরজা ভেঙে ফেলেন। দেখা যায় ধ্যানমগ্ন অবস্থা মুবারক মারা গেছেন। সেই দিনটি ছিল ১৭ ই শ্রাবণ। তারপরই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। সেই থেকে গাজিবাবার মৃত্যু দিনটি কে বহুকাল ধরে গাজি সাহেবের মেলা নামেই পালিত হয়ে আসছে।৪৫২ একর জমির উপর গড়ে উঠেছে বাবার মাজার। ১৭ ই শ্রাবণ দিনটিতে ভক্তরা তাঁর আত্মার শান্তির জন্য আয়োজন করেন শ্রাদ্ধের। মেলা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। মেলায় দেশ–বিদেশ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দিনটিতে লক্ষাধিক ভক্তদের সমাগম হয়। মনস্কামনা পূরণের জন্য পবিত্র ভাবে বাবার নিজ হাতে আড়াইকোপ কোদালে কাটা মাজার সংলগ্ন পুকুরে মক্কা পুকুরে সিরনি ভাসিয়ে দেন কিংবা লাল সুতো নিয়ে নিমগাছে বা মাজারে ঢিল বাঁধেন।

বহুকাল ধরে আজও সেই রীতি নিয়ম মেনেই চলে আসছে ঘুটিয়ারি শরিফের ঐতিহাসিক গাজী সাহেবের মেলা।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আন্তর্জাতিক হচ্ছে ভারতীয় ফুটবল

আর্জেন্টিনা-ইরাক বধে এগোচ্ছে রথ

অরিঞ্জয় মিত্র

কদিন আগেই যে দেশের ঝাণ্ডা উড়ছিল কলকাতা তথা এদেশের নানা অঞ্চলে সেই অসীম শক্তিধর আর্জেন্টিনাকে হারাল ভারত। হোক না সে অনুর্ধ-২০ এর দলের লড়াই। তাও আর্জেন্টিনার মতো বিশ্ব ফুটবলের কুলীন একটি দেশকে স্পেনের মাটিতে ২-১ গোলে হারানো নিঃসন্দেহে ভারতীয় ফুটবলের ঝাণ্ডা ওপরে মেলে ধরবে। বিশেষ করে একসময় এই অনুর্ধ ২০ আর্জেন্টিনা দলে শামিল ছিলেন মারাদোনা বা মেসির মতো সুপারস্টাররা। আবার এই একই দিনে ইরাকের মতো এশিয়ার অমিতশক্তিধর দেশকে ভারতীয় অনুর্ধ-১৬ দল হারাল ১-০ গোলে। এই জোড়া চমকের ঘটনায় নিশ্চিতভাবে ভারতীয় হিসাবে প্রত্যেকেই গর্ববোধ করছেন। আর এটাও বোঝা যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবল সত্যি ওপরের দিকে উঠে আসছে। শুধু র‍্যাঙ্কিংয়ের উন্নতি নয়, বাস্তবের মাটিতেও এই উন্নতি পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে। বস্তুত, এই জোড়া জয় আগামী দিনে ভারতের পতাকা আসমানে মেলে ধরতে ভরপুর সাহায্য করবে।

আনওয়ার আলিরাই তাই ভারতীয় ফুটবলে আইকন হয়ে উঠছে এই মুহূর্তে। এরকম আনওয়ার হয়তো দেশের আনাচে কানাচে আরও অনেক ছড়িয়ে রয়েছে। শুধু তাদের খুঁজে বের করে প্রতিষ্ঠা দেওয়া লক্ষ্য হওয়া উচিত ফুটবল কর্তাদের। এরজন্য আদাজল খেয়ে লেগে থাকলেই হবে না। সঠিক অন্বেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের তারকাদের স্পট আউট করে ফেলতে হবে। সেক্ষেত্রে শুধু আর্জেন্টিনা বা ইরাক নয়, ভারতীয় ফুটবলের তেজিয়ান রথের চাকায় পিষে যাবে তাবড়

দেশই। তবে সবার আগে এশিয়ার মধ্যে নিজেকে মেলে ধরতে হবে ফুটবলের টিম ইন্ডিয়াকে। সেজন্য কোরিয়া, জাপান, চিন, ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েতদের দিকে বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে হবে। তার আগে অবশ্য সিঙ্গাপুর, মালেশিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশের থেকে নিজেদের গ্রাফ অনেকটাই ওপরে তুলে ধরতে হবে।

হঠাৎ করেই যে ভারতের ফুটবল যে চমক দেখাতে শুরু করেছে তা কিন্তু নয়। বরং ধাপে ধাপে চলছে এই উন্নতির ফ্রেজ। এর পিছনে পেশাদারিত্বের হাত ধরে এদেশের ফুটবলের সাবালক হয়ে ওঠা বড় কারণ। ভারতীয় ফুটবল যে র‍্যাঙ্কিংয়ের দিক থেকে অনেকটাই এগিয়েছে তা বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই নজরে আসছে। এতটা ধাপ এগনো যে শুধুমাত্র সাধারণ উদ্যোগে যে সম্ভব নয় তাও মোটের ওপর পরিস্কার। আসলে অনেকদিনের পরিকল্পনার ফসল এখন একটু একটু করে তুলতে শুরু করেছে ভারতীয় ফুটবল। আর এর অন্যতম বড় অনুঘটকের নাম নিঃসন্দেহে আইএসএল। বিদেশি প্লেয়ারদের ও বিশ্বকাপারদের (হোক না সোনালী ফর্ম খানিকটা পিছনে ফেলে আসা) সঙ্গে খেলার সুযোগ অভাবনীয়ভাবে পেয়ে চনমনে হয়ে উঠেছে ভারতীয় ফুটবলাররা। এর সঙ্গে আইলিগে বিদেশি খেলোয়াড় বাড়ানোর সিদ্ধান্তও নিশ্চিতভাবে পক্ষে গিয়েছে। মোদ্দা কথা বিদেশিদের সঙ্গে এক টিমে বা বিপক্ষে খেলতে খেলতে এক অন্য ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। যা রাফ অ্যান্ড টাফ করে তুলেছে ভারতীয় নতুন প্রজন্মকে। এভাবেই ক্রমোন্নতির দিকে আগুয়ান হয়েছে ভারতীয় ফুটবল।

আই লিগের দিকে তাকালে দেখা যাবে এখানে গত কয়েকবছর ধরে এক নতুন ধরনের ট্রেন্ড গড়ে উঠেছে। সেটা হল গুটি কয়েক ক্লাবের বাইরে গিয়ে ফুটবল খেলার বিকেন্দ্রীকরণের ঘটছে। সেজন্যই ৪-৫ বছরের মধ্যে বেঙ্গালুরু এফসি (গতবার থেকে অবশ্য আইলিগের পাঠ চুকিয়ে তারা আইএসএল অভিযান চালাচ্ছে), আইজল, লাজং এফসি, পাঞ্জাব মিনার্ভা, চেন্নাই এফসি প্রভৃতি দলের আবির্ভাব ঘটেছে। আর এই দলগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে তারা এই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের থেকে কোনও অংশে কম নয়।

আগে বাঙালি ফুটবলারদের অধিকাংশ কেন্দ্রীয়, রাজ্য অথবা বড় কোনও সংস্থার চাকরিটাকেই প্রাধান্য দিতেন বেশি। এই জমানাটাই পালটে গেল নব্বইয়ের দশক থেকে। বস্তুত, বিদেশি ও অন্য রাজ্যের ফুলটাইমারদের সঙ্গে ঘর করতে করতে স্থানীয় ফুটবলারদের মানসিকতাই এরপর বদলাতে আরম্ভ করল। তারাও চাকরির নিরাপত্তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পুরোদস্তর পেশাদার হওয়া শুরু করলেন।

সেটা ছিল একটা ধাপ। আর এখন আইএসএলের জমানায় ফের অন্যদিকে মোড় নিয়েছে পেশাদারিত্বের এই তকমা। এই জায়গাতেই কেমন যেন আধখেঁচড়া হয়ে পড়ে রয়েছে বাংলার ফুটবল। এখন থেকেই পদক্ষেপ না নিলে আগামীতে কলকাতার ফুটবল ইতিহাস হয়ে উঠতেও সময় নেবে না।

বন্ধু দিবসে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ বাসন্তীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বন্ধু দিবসে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করতে অনুষ্ঠিত হল এক ভিন্ন স্বাদের বন্ধুত্বের ঐক্য বজায় রাখার ফুটবল ম্যাচ। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে এলাকার চিকিৎসক, সিভিক ভলেন্টিয়ার, শিক্ষক, ব্যবসায়ীদের নিয়ে এক প্রীতিপূর্ণ ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হল রবিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তীর ১০ নং মাঝিপাড়া হাইস্কুল মাঠে। এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ঘিরে এলাকা ব্যাপক উন্মাদনা এবং প্রচুর মানুষের সমাগম লক্ষ্য করা গেছে।

বাসন্তীর চুনাখালি বিবেকানন্দ ফুটবল আকাদেমির কর্ণধার দেবাশিস বৈরাগী বলেন, বাঙালি মানেই ফুটবল, ফুটবল ছাড়া বাঁচাই যায় না। সেই জন্য এমন বৃষ্টির মধ্যে আমাদের এই অভিনব ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন, সেই সাথে আজ বন্ধুত্ব দিবসে একে অপরের সাথে খেলার মাধ্যমে বন্ধুত্বের মেলবন্ধন অটুট রাখার প্রচেষ্টা মাত্র।

দুই দলের বন্ধুত্বপূর্ণ ফুটবল ম্যাচ ২-১ গোলে শেষ হয়।

ডু অর ডাই লর্ডসে, লড়াই টিম ইন্ডিয়ার

রূপম জানা : হাতের মুঠোয় এসে যাওয়া ক্যাচ ফসকে যাওয়ার মতোই প্রথম টেস্টে অল্পের জন্য জয় ছিটকে গিয়েছে ভারতের হাত থেকে। শুধু কি তাই। সিরিজে পিছিয়ে যেতে হয়েছে ০-১। এমতাবস্থায় লর্ডস টেস্ট টিম ইন্ডিয়ার কাছে ঘুরে দাঁড়ানোর মহাসংগ্রাম। যদিও প্রথম দিন প্রবল বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় টেস্ট আরও মহার্ঘ্য হয়ে উঠেছে। প্রথম টেস্ট বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতীয় বোলিং অ্যাটাক যথেষ্ট ধারালো। বিপক্ষের ২০ টা উইকেট তাঁরা অক্লেশে তুলে নিতে পারে অল্প রানের মধ্যে। বিশেষ করে রবিচন্দ্রন অশ্বিন, সামি আহমেদদের পারফরমেন্স লেটার মার্কস পাওয়ার মতোই। কিন্তু যাবতীয় কিছু গুবলেট করে দিল ভারতীয় ব্যাটিং। যেভাবে কোহলি ব্রিগেডের সবথেকে শক্তির জায়গা ব্যাটিং লাইন আপ ব্যর্থ হল তা ক্ষমার যোগ্য নয়। মাত্র ২০০-রও কম রানের টার্গেটের সামনে যে কাঁপুনি ধরল ও শেষপর্যন্ত ৩১ রানে হারতে হল তা অত্যন্ত লজ্জার। একমাত্র বুঁদির গড় ধরে রাখতে দেখা গেল অধিনায়ক বিরাটকে। প্রথম ইনিংসে ১৪৯ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৯ রান তুললেন তো বটেই একা লড়ে গেলেন ইংরেজ বোলারদের বিরুদ্ধে। অথচ অন্য ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা চূড়ান্ত ফ্লপ। শিখর ধাওয়ান বোঝালেন তিনি পাটা উইকেটে যতই সফল হন না কেন, বল একটু সুইং করতে

থাকলে তাঁর জারিজুরি সব শেষ হয়ে যায়। কিছুতেই বলের লাইনে পা পৌঁছায় না তার। মুরলী বিজয়, অজিঙ্কে রাহানে, কে এল রাহুলদের অবস্থা তথৈবচ। টেলএন্ডাররা ছাড়া অধিনায়ককে সঙ্গ দেওয়ার মতো কেউ জুটল না।

এমন একটা প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় টেস্টের লড়াইতে নামছে টিম বিরাট। ৫ টেস্টের সিরিজে এই ম্যাচ হারা মানে পুরোপুরি ছিটকে যাওয়ার মতোই। এই জায়গা থেকে কতটা মনোনিবেশ করতে পারে কোহলি ব্রিগেড তার ওপর নির্ভর করছে টিম ইন্ডিয়ার সাফল্য। তবে কোহলির পাশে দাঁড়ানোর মতো ইনিংস যদি অন্যরা খেলতে না পারে তবে দুর্গতি যে অপেক্ষা করছে তা বলাইবাহুল্য। এই জায়গা থেকে পালটা লড়াইটা দিতে হবে। এরকম অধিনায়ক যিনি একাধারে নিজে দুর্দান্ত পারফর্ম করছেন, তিনি থাকলে চাপ যে অনেক কমে যায় সেটা মানছেন ভারতীয়রা। কিন্তু মুখে নয়, কাজে দেখাতে হবে সেই আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন। তবে গিয়েই সম্মানজনক শেষ করতে পারবে কোহলি বয়েজ।

খেলার মাঠ সংস্কার ও যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছোটোদের খেলার মাঠ সংস্কার ও পরিচ্ছন করা, শরীর সুস্থ রাখতে যোগাভ্যাস - সহ একাধিক বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচি পালন করল 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'। নেহেরু যুবকেন্দ্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাছে জুন ও জুলাই মাসের মধ্যে একশো ঘন্টা স্বচ্ছতার উপর বিভিন্ন কাজ করার আহ্বান জানায়। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দুটি উচ্চবিদ্যালয় সহ ছটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই বিষয় নিয়ে প্রচার ও 'মানব পুতুল' নাটক পরিবেশন করে 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'-র সদস্যেরা। ছোটোদের খেলার মাঠ সংস্কার ও পরিচ্ছন্ন করা, শরীর সুস্থ রাখতে যোগ, তারাশঙ্কর জন্মজয়ন্তীর আগে 'ধাত্রীদেবতা'- জায়গা পরিস্কার করা, বৃক্ষরোপণ, মোটরসাইকেল র‍্যালি, ডাস্টবিন তৈরি, প্লাস্টিক নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালায়। বীরভূম জেলা প্রশাসন, লাভপুর ব্লক ও 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'-র মিলিত উদ্যোগে স্থানীয় সত্যনারায়ণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে 'স্বচ্ছতা'র মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এই দুমাসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেহেরু যুবকেন্দ্রের জোনাল ডিরেক্টর, অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলাপরিষদ), লাভপুর ব্লকের বিডিও, লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহসভাপতি, লাভপুর-১নং গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান সহ বিভিন্ন আধিকারিকেরা। 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'-র সদস্য শিক্ষক কাজল মুখার্জী বলেন, 'নির্মল বাংলা সহ গোটা দেশকে স্বচ্ছ রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য'।

গুসকরা শহিদ স্মৃতি ফুটবল

মলয় সুর : বর্ধমান আমরা সবুজ ও যুব তৃণমূল কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে গুসকরা কলেজ স্টেডিয়াম মাঠে পঞ্চম বর্ষ একদিনের বিরাট ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৫ আগস্ট ৭২ তম স্বাধীনতা দিবসের দিন আট দলীয় আমন্ত্রণমূলক নক আউট পর্যায়ে খেলাগুলি সারাদিন ধরে চলবে। এই টুর্নামেন্টে কলকাতা মাঠের নাইজেরিয়া, ঘানা ও ক্রোয়েশিয়ার ফুটবলারদের দৃষ্টিনন্দন ফুটবল খেলতে দেখা যাবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক, টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি তথা গুসকরা পুরসভার চেয়ারম্যান ফুটবল প্রেমী বুর্দ্ধেন্দু রায়। তিনি ফুটবল অন্তপ্রাণ বাঙালি। তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনার জন্য এই টুর্নামেন্ট। বিভিন্ন কর্মব্যস্ত জীবনে এক চিলতে সময় বের করে ফুটবলে দুনিয়ায় মন রাখা। ওইদিন সমগ্র খেলোয়াড়দের সমস্ত রকমের সহায়তা ও পরিচর্চার দায়িত্বে আছেন বিনয় রায় ও সৌমেন দাস (নন্তু)। খেলা চলাকালীন টুর্নামেন্ট কমিটির তরফে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হবে।

সমগ্র টুর্নামেন্টে খেলার ধারাবিবরণী দেবেন কলকাতার গড়ের মাঠের মিহির দাস। এদিন উপস্থিত থাকবেন বীরভূম জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল, গুসকরা পুরসভার কাউন্সিলর ও পূর্ত দফতরের প্রধান নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কাউন্সিলার মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, ভাইস-চেয়ারম্যান চাঁদনি হারামুন্সি প্রমুখ। এরই পাশাপাশি গুসকরা মহিলাদলের একটি প্রদর্শনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

খেলার মাঠ সংস্কার ও যোগ প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছোটোদের খেলার মাঠ সংস্কার ও পরিচ্ছন করা, শরীর সুস্থ রাখতে যোগ প্রশিক্ষণ- সহ একাধিক বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচি করলো 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'। নেহেরু যুবকেন্দ্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাছে জুন ও জুলাই মাসের মধ্যে একশো ঘন্টা স্বচ্ছতার উপর বিভিন্ন কাজ করার আহ্বান জানায়। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দুটি উচ্চবিদ্যালয় সহ ছয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই বিষয় নিয়ে প্রচার ও 'মানব পুতুল' নাটক পরিবেশন করে 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'-র সদস্যেরা। ছোটোদের খেলার মাঠ সংস্কার ও পরিচ্ছন্ন করা, শরীর সুস্থ রাখতে যোগ, তারাশঙ্কর জন্মজয়ন্তীর আগে 'ধাত্রীদেবতা'- জায়গা পরিস্কার করা, বৃক্ষরোপণ, মোটরসাইকেল র‍্যালি, ডাস্টবিন তৈরি, প্লাস্টিক নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালায়।

বীরভূম জেলা প্রশাসন, লাভপুর ব্লক ও 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'-র মিলিত উদ্যোগে স্থানীয় সত্যনারায়ণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে 'স্বচ্ছতা'র মেলা অনুষ্ঠিত হয় । এই দুইমাসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেহেরু যুবকেন্দ্রের জোনাল ডিরেক্টর, অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলাপরিষদ), লাভপুর ব্লকের বিডিও, লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহসভাপতি, লাভপুর-১নং গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান সহ বিভিন্ন আধিকারিকেরা। 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'-র সদস্য শিক্ষক কাজল মুখার্জী বলেন, 'নির্মল বাংলা সহ গোটা দেশকে স্বচ্ছ রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য।

অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু কাটোয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া ঃ পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় অনূর্ধ্ব ১৭ নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হল ৫ আগস্ট। কাটোয়া মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত এই প্রতিযোগিতাটি রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মোট ৮টি দল অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। দলগুলি হল নদিয়ার স্বরূপগঞ্জ ফুটবল ক্লাব, পূর্ব বর্ধমানের কান্দরা তরুণ সংঘ, ধাত্রীগ্রাম ফুটবল আকাদেমি, সিধু কানু মার্শাল ক্লাব শ্রীখণ্ড, পারুলিয়া সর্বজনীন ফুটবল আকাদেমি ও দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমি, হুগলির মানকুণ্ডু এগিয়ে চল' সংঘ ফুটবল কোচিং সেন্টার ও ব্যান্ডেল ডাঙাপাড়া আদিবাসী স্পোর্টিং ক্লাব। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক রণজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ২৭ আগস্ট প্রথম সেমি ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে এবং দ্বিতীয় সেমি ফাইনাল খেলার দিন ধার্য হয়েছে ২৮ আগস্ট। ৩০ আগস্ট ফাইনাল খেলা। এই নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে যুব সম্প্রদায় সহ অসংখ্য ক্রীড়ামোদীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে।

রাজ্য জিমন্যাস্টিক চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬৮তম রাজ্য জিমন্যাস্টিক আর্টিস্টিক চ্যাম্পিয়নশিপ ভদ্রেশ্বরে দু'দিন ব্যাপী ৪ ও ৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল। ব্যবস্থাপনায় ছিল উদয়ন ব্যায়াম সমিতি (বৈদ্যনাথ পার্ক)। সংস্থার প্রাক্তন জাতীয় জিমন্যাস্ট প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এতে ১১টি জেলা ও ১০টি ক্লাব অংশগ্রহণ করে। মোট ৪০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। প্রথম দিন প্রতিযোগিতায় উদ্বোধন করেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার পুরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী। বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক গ্রুপের প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত পারফরমেন্সের দরুণ প্রতিযোগীরা পদক জেতেন। ভদ্রেশ্বর পুরসভার একশো পঞ্চাশ বর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ওদের অনুপ্রেরণায় এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলির তৃণমূল সাংসদ ডাঃ রত্না দে নাগ। এদিকে সূত্রের খবর প্রতিযোগিতা থেকে বাংলা দল নির্বাচিত হবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com